পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রায় ৫.৩ কোটি মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত- গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় ৫৩ লক্ষ এমএসএমই, রাজ্যে ৬,৯৫০টিরও বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ যোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ৩৩০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে ৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 01101/13/0041/2526

''পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।''

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম ও সরকারের নীতি দেশের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছে ঃশিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ মার্চঃ কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম ও সরকারের নীতি দেশের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। আমরা জানি একটা সময় ছিল যখন ভারত নিজস্ব গমের চাহিদা মেটাতে পিএল৪৮০-এর অধীনে জনগণকে লাল গম খাওয়াতো। এখন আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে চাই, কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং সরকারের নীতি দেশের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। ১৫০ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদনের মাধ্যমে, ভারত চীনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের ১ নম্বরে পরিণত হয়েছে। মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন, যা ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২৫২ মিলিয়ন টন ছিল, এখন বেড়ে ৩৫৭ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

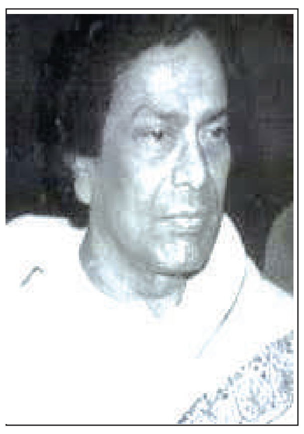

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ মার্চঃ সাহিত্যিক সমরেশ বসুর প্রয়াণ দিবসে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধা জানালেন। সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সাহিত্যিক সমরেশ বসুর প্রয়াণদিবসে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, জন্মসূত্রে নাম - সুরথনাথ বসু। কিন্তু সমরেশ বসু নামেই লেখক অধিক পরিচিত। কালকূট ও ভ্রমর ছদ্মনামে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। ১৯৮০ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ইছাপুর বন্দুক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তৎকালীন সময়েই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার রচনাতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

বৃহস্পতিবারও ধাক্কা বহাল শেয়ার বাজারে, নামছে টাকার দামও

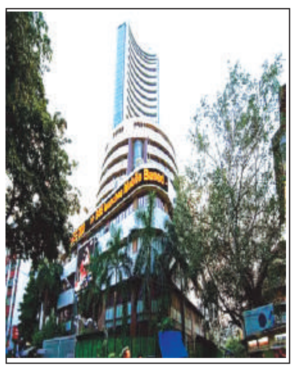

মুম্বই, ১২ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের আবহে ধাক্কা বহাল শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার লেনদেন শুরু হতেই ফের তলিয়ে যায় সূচক। সেনসেক্স নামে প্রায় ১০০০ পয়েন্ট। ৭৬ হাজারের নীচে দেখা যায় সূচকটিকে। একই ভাবে ২৩,৬০০-র নীচে নেমে গিয়েছিল নিফটিও। পরে অবশ্য দুই সূচকই কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ সেনসেক্স রয়েছে বুধবারের তুলনায় ৬১৫ পয়েন্ট নীচে। নিফটির পতন প্রায় ১৯৩ পয়েন্ট। পাশাপাশি, ডলারের সাপেক্ষে আবারও নামছে টাকার দর। সকালের দিকে প্রতি ডলার দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ৯২.৩২ টাকায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। ক্লাইন্ট যোগদা অনুসারে সরকারের স্পেশাল রেক্রুট ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হয়েছে।

এলডিএফ ও ইউডিএফ কেরলমের অনেক ক্ষতি করেছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

এর্নাকুলাম(সংবাদ সংস্থা), ১২ মার্চ ঃ এলডিএফ ও ইউডিএফ কেরলমের অনেক ক্ষতি করেছে, বুধবার কেরলের এর্নাকুলামের এক জনসভায় এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা দেশকে বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল করে তুলেছে। এখন তারা একসঙ্গে গুজব ছড়াচ্ছে। যুদ্ধের এই সময়েও, কংগ্রেস, বামপন্থীরা এবং তাদের বাস্তুতন্ত্র দেশে ভয় তৈরিতে নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে। আমি দেশকে বলব কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের দ্বারা ছড়ানো গুজব সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকুন। প্রধানমন্ত্রী এদিন এর্নাকুলামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ইউডিএফ এবং এলডিএফ ক্ষমতায় আসার ধরণ কেরলমের অনেক ক্ষতি করেছে। তারা মনে করে ৫ থেকে ১০ বছর পর তারা আবার ক্ষমতায় আসবে, তাই তারা কেরলমের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে না। এরাই দুর্নীতির একটি কারণ। এই কারণেই এখানে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বন্ধ রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেরলমের উন্নয়নের জন্য, এই ধারা ভাঙতে হবে। সেইজন্যই এখানে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠন করা উচিত। আপনারা কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের ৭০ বছরেরও বেশি সময় দিয়েছেন। এখন একটি সুযোগ দিন যাতে বিজেপি-এনডিএ আপনাদের সেবা করে।অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বুধবার কেরলের এর্নাকুলামের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেসের শেহজাদা দেশের অগ্রগতি দেখতে পান না। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেসের কেরলমের যুবসমাজের উপর, দেশের যুবসমাজের সম্ভাবনার উপর কোনও আস্থা নেই। কংগ্রেসের রাজপুত্র জানেনই না যে, ভারতের যুবসমাজ এখন ড্রোন তৈরিতে কতটা অসাধারণ কাজ করছে। কংগ্রেস নেতা জানেনই না, ভারতের অনেক কোম্পানি ড্রোন তৈরি করছে। তিনি জানেনই না যে কেরলমের তরুণ স্টার্টআপগুলি ড্রোন তৈরি করছে। যারা তাদের নিজস্ব ছোট বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ তারা দেশের উন্নয়ন দেখতে পাবে না।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, বিকশিত কেরলমের জন্য সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হল পর্যটন, প্রতিভা এবং প্রযুক্তির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে, এলডিএফ এবং ইউডিএফ কেরলমকে তার যুব সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এখন পশ্চিম এশিয়ায় কী ঘটছে তা নিয়ে আপনাদের সকলেরই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন সেখানে কাজ করেন। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, এখন বিজেপি-এনডিএ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। যখনই আমাদের কোনও দেশবাসী সমস্যায় পড়েছেন, আমরা তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছি জানান।

কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্বের পদে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি ভূমিকা পালন করা উচিত।রাষ্ট্রপতি বলেন, বীজ বপন, ফসল কাটা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো সকল কাজে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গত এক দশকে, কৃষি ও পরিবেশে অসামান্য অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন নারীকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে।আমি চাই এই বিষয়ে প্রজন্মের নারীরা এই ধরনের নারীদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করুক এবং কৃষিতে উদ্ভাবনী অবদান রাখুক।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে সূচনা আলোকচিত্র প্রদর্শনী পূর্ণমিদম-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ মার্চঃ আপাত দৃষ্টিতে যা নিঃশেষিত, ধ্বংসপ্রায় - তার মধ্যে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে অতীতের গরিমা। পূর্ণমিদম-এর মধ্য দিয়ে উঠে এল ভারতবর্ষের জানা-অজানা গৌরবোজ্জ্বল অতীতের এক আখ্যান। আলোকচিত্রী সৌম্য সেনগুপ্ত এবং ডঃ শ্রেয় সেনগুপ্ত ফ্রেমবন্দি করেছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। বৃহস্পতিবার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শনগৃহে সূচনা হলো তাঁদের আলোকচিত্র প্রদর্শনী-পূর্ণমিদম। চলবে শনিবার পর্যন্ত। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজদের মন্ত্রোচ্চারণ ও নটরাজের মূর্তিতে মাল্যদানের পর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রদর্শনীর সূচনা হয়।প্রদর্শনী প্রসঙ্গে সৌম্য সেনগুপ্ত বলেন, মূলত ভারতের কারুশিল্প এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্পকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার প্রয়াসই এক্ষেত্রে মুখ্য। ইতিপূর্বে সরঙ্গ এবং বহির্বন নামের দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ণমিদম হলো এই ধারার অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় সংস্করণ। সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শতাব্দী প্রাচীন হিন্দু মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, গুহাচিত্রের পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছে বেশ কিছু বৌদ্ধ, জৈন, ইসলামিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। প্রদর্শনীতে মূলত দেখানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের অজন্তা গুহাচিত্র, বাংলার রাবণ-কাটা নৃত্য, গম্ভীরা, নবান্নের আলপনা, দার্জিলিংয়ের শা-চাম, মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল সহ আরও বেশ কিছু বিষয়। রয়েছে কেরলের লোকশিল্প থেইয়াম-ও। প্রায় প্রতিটি ছবিই আলো-আঁধারির রহস্যময়তার মধ্যে যেন হয়ে উঠেছে ভারতের বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিভূ।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবনে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ নিয়োগের দাবিতে আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবন অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বৃহস্পতিবার।ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় সল্টলেকের বিকাশ ভবন চত্বরে। বৃহস্পতিবার চাকরির দাবিতে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। তবে, মিছিল আটকাতে সল্টলেকে তাঁরা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের নিয়োগপত্র তুলে দিতে হবে। ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করেন তাঁরা।আপার প্রাইমারি নিয়োগে বাকি থাকা ১২৪১ জনকে সুপারিশপত্র দেওয়া শুরু

শৃঙ্খলার সঙ্গে সদনের কাজকর্ম চলুক, এটাই সর্বদা চেয়েছি ঃওম বিড়লা

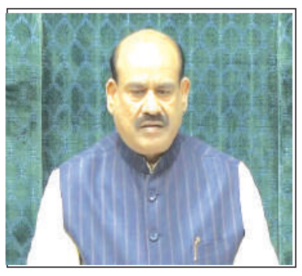

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ শৃঙ্খলার সঙ্গে সদনের কাজকর্ম চলুক, এটাই সর্বদা চেয়েছি, লোকসভায় ফিরে আসার পর বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সরকার ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি যাতে সংসদের কার্যক্রম সর্বদা ন্যায্যতা, শৃঙ্খলা এবং নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। ১০ তারিখে, বিরোধী দলের কিছু সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আমি সংসদের কার্যক্রমে উপস্থিত হইনি।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো, লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি যাতে নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্যে থাকা বিষয়গুলিতে সংসদের প্রতিটি সদস্য নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

মূকাভিনয় উৎসব ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃ মূকাভিনয় মঞ্চে থাকে না কোনো মঞ্চসজ্জা, চরিত্র অনুযায়ী বেশভূষা, রূপসজ্জা। মূকাভিনেতাকে শুধুমাত্র দেহের ভাবভঙ্গি ও অভিব্যক্তি দিয়েই কোনো ঘটনা ও কাহিনীকে প্রকাশ করতে হয়। তাই এই অভিনয় না শিখে অভিনয় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন মূকাভিনয়ের ব্যাকরণ জানা এবং নিয়মিত অভ্যাস করা। শহরের মানুষের কাছে এই অভিনয় শেখার কিছুটা সুযোগ থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের পক্ষে তা অসম্ভব। মূকাভিনেতা কমল নস্কর বিগত ২০ বসর যাব ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে কর্মশালা, মাইম শো ও সেমিনার করার পর বিগত পাঁচ বসর যাব পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির (পশ্চিম বঙ্গ সরকার) সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামের তিনশো ছেলেমেয়েদের সারা বসর মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্বাচিত একশত ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই প্রতি বসর মূকাভিনয় উৎসব পালন করে চলেছে মডার্ন মাইম সেন্টার। বর্তমানে বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হাসনাবাদ,২৪পরগনা (পশ্চিম), ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা, নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন স্কুলে কর্মশালা, সেমিনারের মাধ্যমে সারাবছর মূকাভিনয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূকাভিনয় প্রতিভার খোঁজ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিভাদের নিয়ে জেলার স্কুলে স্কুলে হয়েছে মূকাভিনয় অনুষ্ঠান। বিশেষভাবে প্রসংসাপ্রাপ্ত নির্বাচিত মূকাভিনয় নিয়েই গত ৯ই মার্চ '২০২৬ রবীন্দ্র সদনে বিকাল পাঁচ থেকে শুরু হল মূকাভিনয় উৎসব '২৬। উৎসব উদ্বোধন করলেন শ্রী গৌতম দে (প্রাক্তন পরিচালক, আই, সি, সি, আর) এবং রীতিষ রঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদক, সুরনন্দন ভারতী)। এছাড়া মূকাভিনয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের পুরোস্কৃত করা হল। এবারের উৎসবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী থেকে মূকাভিনয় লাঞ্ছিতা পাঞ্চালি। রাজসভায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং দ্রৌপদীর প্রতিবাদ দারুনভাবে মঞ্চস্থ হল। কূট শকুনি, পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই, কৌরাবরা ছাড়া রাজসভায় বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় এবং দৃশ্য রচনা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। শুভ্রা সান্যালের দ্রৌপদী এবং শুভ কমল নস্করের দুঃশাসন চরিত্রটি অপূর্ব হয়েছে।হুগলী জেলার মালীরবে। গ্রাম থেকে ১৮ জন ছাত্রছাত্রী মিলে আরব্য উপন্যাস থেকে আলীবাবা, ও চল্লিশ চোরের গল্প লোভে পাপ পাপে মৃত্যু নামক মূকাভিনয়টি অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ঘোড়ায় চড়া ডাকাতের দল, কাসেম চরিত্রে তৃষা মাঝি এবং ডাকাত সর্দারের চরিত্রে দেবলীনা কোলের মূকাভিনয় মনে দাগ কাটার মতো। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদ থেকে ১৫ জন মূক ও বধির ছাত্রছাত্রীদের একটি গাছ একটি প্রাণ মূকাভিনয়ে একটি গাছ কিভাবে তার দেহ মানুষের জন্য উসর্গ করে চলে এবং স্বার্থপর মানুষ সেই গাছকে কিভাবে হত্যা করার দৃশ্যটি দর্শকদের চোখে জল এনে দেয়।স্ত হাওড়া জেলার বাকসাড়া হাই স্কুলের ছাত্ররা হাস্যরসাত্মক মূকাভিনয় চোর ও পুলিশ এবং কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা ব্যাঙ ডাক্তার মূকাভিনয় দুটি দর্শকদের হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের ভাবিয়েছে। এখানে দেবাশীষ পোদ্দারের ও শুভ্রা সান্যালের মূকাভিনয়টি মনে রাখার মতো। কোলকাতা সেন্টার থেকে গুরু কমল নস্করের দুটি একক মূকাভিনয় নারী ও পুরুষ এবং মহাভারতের গল্প নিয়ে অভিমন্যু মূকাভিনয় দুটি সকল ছাত্রছাত্রীদের মূকাভিনয় সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দশন দিয়েছেন। নারী, পুরুষ এবং বীর অভিমন্যুর চরিত্রের ভাবভঙ্গি ছাড়া পরিবেশ রচনা খুবই বাস্তবিক হয়েছে। আলোক সম্পাতে কার্তিক দেববর্মন ও মিন্টু দাস। আবহ রচনা দেবাশীষ পোদ্দার সুন্দর ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারি রুখতে কড়া বার্তা, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ছগন ভুজবলের

মুম্বই, ১২ মার্চঃরান্নার গ্যাস সিলিন্ডারকে কেন্দ্র করে কালোবাজারির অভিযোগ নতুন নয়। বহুদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সমস্যা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কোথাও গৃহস্থালির জন্য নির্ধারিত গ্যাস সিলিন্ডার বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, আবার কোথাও বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে বাড়তি দামে বিক্রি করা হচ্ছে সিলিন্ডার। এই পরিস্থিতিতে কঠোর বার্তা দিল মহারাষ্ট্র সরকার। গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী ছগন ভুজবল। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা এই বেআইনি কাজে যুক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বুধবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ছগন ভুজবল বলেন, গ্যাস সিলিন্ডার সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। এটি শুধুমাত্র একটি জ্বালানি নয়, বরং কোটি কোটি পরিবারের রান্নাঘরের অপরিহার্য উপাদান। তাই এই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহে কোনও ধরনের অনিয়ম বা কালোবাজারি মেনে নেওয়া যায় না। সরকার এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনী সব ব্যবস্থা নেওয়া হবেমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি হোটেল ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। তাদের দাবি, বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ কিছু ক্ষেত্রে কমে যাওয়ায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বহু হোটেল ও রেস্তোরাঁয় রান্নার জন্য নিয়মিত গ্যাসের প্রয়োজন হয়। সেই সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলে ব্যবসায়ীদের সমস্যা বাড়ে। এই বিষয়টি নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলেও জানান ভুজবল।তবে একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের হাতে সব ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারণ পরিবারের রান্নার গ্যাসের কোনও অভাব না হয়। এরপরই বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ফলে কেন্দ্রের এই নীতির বাইরে গিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।ছগন ভুজবল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়ে উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই বর্তমানে গ্যাস বণ্টনের ব্যবস্থা চলছে। সরকার চাইছে যাতে দেশের কোনও প্রান্তে সাধারণ মানুষের রান্নার গ্যাসের অভাব না দেখা দেয়। তাই গৃহস্থালির সিলিন্ডারের সরবরাহ নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।এই পরিস্থিতিতে হোটেল ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রশাসনের তরফে হোটেল মালিকদের আপাতত কেরোসিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে ব্যবসায়ীদের তরফে জানানো হয়েছে, হঠাৎ করে কেরোসিনে রান্না শুরু করা সহজ নয়। কারণ অধিকাংশ হোটেলের রান্নাঘর গ্যাস ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কেরোসিন ব্যবহারের জন্য নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি বা রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হতে পারে।এই পরিস্থিতির মধ্যেই সরকার কালোবাজারি রোধে কঠোর নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছগন ভুজবল জানান, প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিককে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কড়া নজর রাখেন। কোথাও যাতে বেআইনি মজুত বা কালোবাজারির ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তল্লাশি ও পর্যবেক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।মন্ত্রী আরও বলেন, শুধু প্রশাসন নয়, গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ডিলার ও বিক্রেতার উপরও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। কোনও ডিলার যদি গৃহস্থালির সিলিন্ডার বেআইনিভাবে অন্যত্র বিক্রি করেন বা কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল করা বা অন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে জানান তিনি।প্রশাসনের একাংশের মতে, অনেক সময় দেখা যায় গৃহস্থালির জন্য ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার বেআইনিভাবে হোটেল বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত সিলিন্ডারের ঘাটতি তৈরি হয়। তাই এই ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ ব্যবস্থা একটি বড় ও জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে শুরু করে পরিবহন, সংরক্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো-প্রতিটি স্তরে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কোথাও যদি দুর্বলতা থাকে, তাহলে সেই সুযোগে কালোবাজারি বা বেআইনি লেনদেনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।এই কারণেই মহারাষ্ট্র সরকার এখন সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপের উপর নজরদারি বাড়াতে চাইছে। প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।ছগন ভুজবল আরও বলেন, সাধারণ মানুষও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কোথাও যদি গ্যাস সিলিন্ডারের বেআইনি বিক্রি বা অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ ওঠে, তাহলে তা প্রশাসনকে জানাতে হবে। অভিযোগ পেলে দ্রুত তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। রান্নার গ্যাস এখন দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। তাই এই জ্বালানির সরবরাহে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা কালোবাজারি বরদাস্ত করা হবে না।মহারাষ্ট্র সরকারের এই কঠোর অবস্থান স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসন এবার আর কোনওরকম শিথিলতা দেখাবে না। কালোবাজারি বন্ধ করতে এবং গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মলমূত্র পরিশোধন কেন্দ্রের উদ্বোধন সিঙ্গুরে

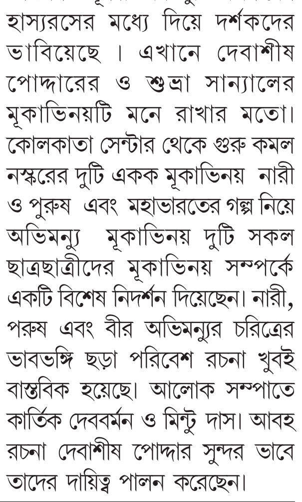

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর(হুগলি)ঃ সিঙ্গুর ব্লক প্রশাসন ও হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে সিঙ্গুর বিধানসভার বেড়াবেড়িতে একটি মলমূত্র পরিশোধন কেন্দ্রের(এফ,এস,টি,পি,)শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া সহ সিঙ্গুর ব্লক ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ ও পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাগণ। প্রকল্পটির উদ্বোধন করে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন ইতিমধ্যেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পলিথিন এবং পচনশীল দ্রব্য কে পৃথকীকরণের একাধিক প্রকল্প রূপায়িত করা হয়েছে এর ফলে পলিথিনের ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে পরিবেশের স্বচ্ছতা ফিরে আসবে। এরই সাথে সাথে আজকে এখানে এই মলমূত্র পরিশোধন কেন্দ্রের (ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) উদ্বোধনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমাদের চারপাশের পরিবেশ সুন্দর হবে তেমনি এই কেন্দ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার তৈরি হবে। এছাড়াও কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থগুলি এখানে নিয়ে এসে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে তা থেকে মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্রব্য তৈরি করা হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন বলেজানি।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন জীবন শুরুর সময়। কিছুদিন ধরে আপনার মনে যেসব ধারণা ছিল, সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য আপনি সঠিক সুযোগ পেতে পারেন। চাকরি বা ব্যবসায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যান।

বৃষঃ কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে কিছু আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুভদিন।

মিথুনঃ এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে ইতিবাচক শক্তি বয়ে নিয়ে আসবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তা বজায় থাকবে, যার কারণে আপনি আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করতে সফল হবেন। বিবাহের যোগ হবে না আজ।

কর্কট রাশিঃ নিয়ন্ত্রণের আওতায় রাখুন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করুন। খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসের পূর্ণ ব্যবহার করবেন।

কন্যাঃ এই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের নতুন কিছু শেখার এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য আদর্শ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য ভারসাম্য এবং নিষ্ঠার দিন। আপনি আপনার ধারণাগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার সম্পর্কের মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে। বিবাহের যোগ হবে।

বৃশ্চিকঃ আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। বিপরীত লিঙ্গের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনার উৎসাহ এবং সাহসের জন্য আপনি অনেক সুযোগ পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর একটি ভাল সুযোগ রয়েছে, যা আপনার মানসিকতাকেও উজ্জ্বল করবে।

মকরঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। শুভদিন

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি নতুন শক্তি এবং ইতিবাচকতার দিন। এই সময়ে আপনি আপনার ধারণা প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। আপনার পথে আসা সুযোগটিকে কাজে লাগান। অর্থ ব্যয়

মীনঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। বাচ্চারা আপনাকে বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। প্রেম জীবন ভাল দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে কারণ আপনি একটি ভাল সম্পর্কের বিকাশ ঘটাচ্ছেন আজকের দিনে আপনার অর্জিত অতিরিক্ত জ্ঞান সমকক্ষদের সাথে বোঝাপড়া করার সময় আপনাকে এক তীব্রতা প্রদান করবে। আর্থিক উন্নতি হবে। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, শহরের আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে রবিবার থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলতে পারে। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের জন্য।আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে। তিন দিন পর থেকে ফের পারদ নামবে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ সর্বোচ্চ হতে পারে ৯৫শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬১ শতকরা হতে পারে।বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায় আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৪০টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 101 Friday, 13 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১০১ সংখ্যা ❋ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২, শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

এপ্রিলেই ভোটের ফল ঘোষণার সম্ভাবনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ সম্ভবত ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে। সম্ভাবনা প্রবল। বিবেচনাধীন ভোটারদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আগেই ভোটের দিন ঘোষণা করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বাংলার সঙ্গেই ভোটের দিন ঘোষণা হবে, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম, পুদুচেরির। রাজ্যে ক'দফায় ভোট হবে, এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে রয়েছে। ১ থেকে ৩ দফায় ভোট হতে পারে বলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এপ্রিলেই ভোটের ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের প্রায় সব বিরোধী দলগুলিও সিইসি-র সঙ্গে বৈঠকে জানিয়েছে, তারা এক কিংবা দু'দফাতেই ভোট চায়। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় হতে পারে প্রথম দফার ভোট। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ৬০ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের নিষ্পত্তি তবে কবে? প্রথম থেকেই জল্পনা চলছিল, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ভোট ঘোষণা হতে পারে। এবার জানা যাচ্ছে, ১৬ মার্চ বাংলায় ভোট ঘোষণা হতে পারে। ইতিমধ্যেই সিইসি জ্ঞানের কুমারের নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের ফুল বেঞ্চ বাংলায় এসে গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দিয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্তা, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সকলের সঙ্গে বৈঠক করে জল মেপে গিয়েছেন। ছাব্বিশের নির্বাচন রক্তপাতহীন করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। সেক্ষেত্রে, বাম-বিজেপি সিইসি-র কাছে জানিয়ে এসেছে, যত কম দফায় ভোট হবে, ততই অশান্তির প্রবণতা কমবে। সেক্ষেত্রে সূত্রের খবর, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই প্রথম দফার ভোট হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির গেঁরোয় যাঁরা এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন। প্রায় ৬০ লক্ষের নাম বিচারাধীন। তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। এই মুহূর্তে প্রায় ৫০০ জন জুডিশিয়াল অফিসার কাজ করছেন। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি নিয়ে আগাম পিটিশনও দেন তৃণমূল সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী। তাতে বিরক্ত হয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। তখনই সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দেয়, গত সোমবার পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ বিচারাধীনের নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে এখনও অনেকেরই ভাগ্য ঝুলছে। সেক্ষেত্রে জানা যাচ্ছে, বিচারাধীনদের শুনানি চলতে থাকবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা যাবে। সুপ্রিম কোর্ট আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, দ্রুত তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সিইসি-ও বাংলায় এসে জানিয়ে গিয়েছেন, ভোটের আগেই বিচারাধীনদের ভাগ্য নির্ধারিত করা হবে।

রাজ্যে বিধানসভা ভিত্তিক রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চঃ রাজ্যে ভোট ঘোষণা হওয়া অপেক্ষা মাত্র। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। ঘটনা হল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কলকাতায় পা রেখেই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিষয় নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যাদেরই নিয়োগ করা হবে, তারা যেন ন্যূনতম এসডিও র‍্যাঙ্কের অফিসার হয়। তখন মুখ্যসচিব জানান, হ্যাঁ আমরা সেটা দেখছি। এখন যখন জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে দিল, তখন দেখা যাচ্ছে, সেই তালিকায় ন্যূনতম এসডিও র‍্যাঙ্ক অফিসার রয়েছেন। অর্থাৎ সিনিয়র র‍্যাঙ্কের আধিকারিক থাকলেও সব চেয়ে কম র‍্যাঙ্কিং রাখা হয়েছে এসডিও-দেরই। কাকতালীয় ব্যাপার হল, ডিএমডিসি র‍্যাঙ্কের আধিকারিকরা এতদিন রিটার্নিং অফিসার হতেন। কিন্তু নতুন অর্ডারে ডিএমডিসি র‍্যাঙ্কের কাউকেই রাখা হয়নি। যাঁদেরই রাখা হয়েছে, তাঁরা সবাই সিনিয়র আধিকারিক।

রাজ্যপাল হিসাবে শপথ রবির

লোকভবনে বাংলার আতিথেয়তা দেখালেন মমতা, আপ্লুত নতুন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চঃ রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে রাজ্যপাল বদল হয়েছে বাংলায়। তবে তা সত্ত্বেও রাজ্যের ২২তম রাজ্যপাল হিসাবে আর এন রবির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সৌজন্যের নজির। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারে আপ্লুত নতুন রাজ্যপাল। খুশি তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রবিও। নির্ধারিত সময়মতো বৃহস্পতিবার লোকভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় শপথ গ্রহণ স্থলে পৌঁছননি রাজ্যপাল। কিছুটা আগে চলে আসেন স্ত্রী লক্ষ্মী রবি। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালে স্ত্রীর পরিচয় পাওয়ামাত্র তাঁর কাছে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিবার এগিয়ে আসেন। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথা মেনে চা চক্রের আয়োজন করা হয়। ওই চা চক্রের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজে ডেকে নিয়ে যান রাজ্যপাল। দু'জনের আলাপচারিতার মাঝে মমতা রাজ্যপালকে বলেন, ''বাংলাকে যাঁরা ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে।'' এরপর বিশ্ববাংলা স্টল থেকে আনা উত্তরীয় রাজ্যপালকে পরিয়ে দেন মমতা। তাঁর স্ত্রীকেও উত্তরীয় পরান। রাজভবন-নবান্ন সংঘাত নতুন নয়। একসময় জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না। পরবর্তীকালে সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গেও রাজ্যের সংঘাত কম হয়নি। তবে গত ৫ মার্চ, আচমকা প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ইস্তফায় স্তম্ভিত হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। কী কারণে প্রাক্তন রাজ্যপালের ইস্তফা তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আনন্দ বোসের আচমকা সরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। বর্তমান রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছিলেন। ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে 'বিজেপি ক্যাডার' বলে তোপ দেগেছিলেন। আগামিদিনে ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত তৈরি হবে কিনা, তা এখনই হলফ করে বলা যায় না। তবে শপথ গ্রহণের দিনে মমতার সৌজন্যে মুগ্ধ রবি। উল্লেখ্য এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রমুখ। লোকভবন অর্থাৎ সাবেক রাজভবনের ইতিহাস বলছে, সাধারণ রাজভবনের য়ে কোনও অনুষ্ঠানে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান হিসাবে বিমান বসুর কাছেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। সে নিমন্ত্রণ প্রতিবারই গ্রহণ করে এসেছেন বিমান বসু। এবারও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। লোকভবনের ভিতরের ছবিতে দেখা গেল, পরপর তিনটি আসনে ক্রমান্বয়ে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। কিন্তু এবারে তাঁর আসন নিয়েও মন্তব্য করতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। তাঁর বক্তব্য, বিমান বসু যে আসনে বসেছিলেন, আদতে সেই আসন তাঁর জন্য নির্ধারিতই ছিল না। বরং বিমান বসু যে সেই আসনে বসতে পারলেন, সেটা মুখ্যমন্ত্রীরই সৌজন্য। কুণালের বক্তব্য, ''বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু যে আসনে বসেছিলেন, সেটি ছিল মূলত মেয়র ফিরহাদ হাকিমের জন্য নির্ধারিত। তিনি রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসেননি। তাই তাঁর চেয়ার খালি ছিল। বিমান বসুর জন্য সেই চেয়ার থেকে তাঁর নাম সরিয়ে বিমান বসুকে বসিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।'' নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই গোটা ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করে পোস্ট করেছেন কুণাল। সঙ্গে ছবিও। আর সেখান থেকেই সিপিএমের দিয়েছেন সৌজন্যের পাঠ। কুণাল লিখেছেন, ''সৌজন্য। মেয়র আসবেন না। তাঁর নাম সরিয়ে বিমান বসুকে বসতে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রাজভবনে, রাজ্যপালের শপথ অনুষ্ঠানে।'' এখানেই শেষ নয়, সিপিএমকে বিঁধে কুণালের বক্তব্য, ''সিপিএম দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না। শুধু মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেরেব্বাজিতে আছে ওরা।'' এখানেই শেষ নয়। লোকভবন থেকে বেরনোর পরের ঘটনাপ্রবাহও উল্লেখ করেন তিনি। কুণালের দাবি, বিমান বসুর গাড়ি তখনও আসেনি। তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। সে সময়েই বেরিয়ে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজের গাড়ি আসতে বারণ করে অপেক্ষা করেন। বিমান বসুর গাড়ি আসার পর তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রওনা দেন। কুণাল লেখেন, ''অনুষ্ঠান শেষে বেরনোর সময় মুখ্যমন্ত্রী দেখেন বিমানবাবু গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের গাড়ি আগে আসতে বারণ করে বিমানবাবুর গাড়ি আগে পাঠাতে বলেন। গাড়ি এলে তাঁকে তুলে দেন। বিমানবাবু বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' এরপর নিজের গাড়ি আনিয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী।''

'লাইনে দাঁড় করানো সরকার', গ্যাস সঙ্কটের মধ্যে কেন্দ্রকে 'নোটবন্দি', 'এসআইআর' খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় তীব্র সংঘাত। আর তার জেরে বিশ্ব বাজারে তেল নিয়ে আতঙ্ক। এর প্রভাব এসে পড়েছে বাংলার রান্নাঘরেও। গ্যাসের সরবরাহ এবং জোগান নিয়ে সঙ্কট তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মাথায় হাত। রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন। দাবি, অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কারণেই এমনটা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং নেতা তন্ময় ঘোষ কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন 'নোটবন্দি', 'এসআইআর' মনে করিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কোনও প্রস্তুতি বা বিকল্প পরিকল্পনা ছাড়াই গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ২৫ দিনের নতুন নিয়ম চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এই সুরেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ''শুরু থেকেই অপরিকল্পিত

সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁরা দূরদর্শিই নয়। সংঘাত শুরুর আগেই ইজরায়েল সফরে গেছিলেন নরেন্দ্র মোদি।'' কেন তিনি কিছু আঁচ করতে পারেননি, সেই প্রশ্নও তোলে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠক থেকেই তন্ময় ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে নোটবন্দি, করোনা পরিস্থিতি এবং এসআইআরের ইস্যু তোলেন। বলেন, ''এই সরকার লাইনে দাঁড় করানো সরকার। হঠাৎ নোটবন্দি ঘোষণা করে মানুষকে হেনস্থা করেছিল। তারপর অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণা করে করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোগান্তি বাড়িয়েছিল। সেই সময়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে তার জন্য কেন্দ্রই দায়ী।'' তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি এসআইআরের সময়েও মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে সরকার। আর এখন আরও এক অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে মানুষকে গ্যাসের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বিঁধে বলেছিলেন, মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়ার বদলে অন্য ইস্যুতে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ''এসআইআর-এর নাম কাটার দিকে না তাকিয়ে, মানুষের অধিকার না কেড়ে গ্যাসের সমস্যা মেটান। মানুষের স্বার্থে বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।'' প্রসঙ্গত, গ্যাস সরবরাহের সংকট মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার নবান্নে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন তিনি। কীভাবে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

'সংসদে নেই নরেন্দ্র, দেশে নেই সিলিন্ডার', এলপিজি সংকট নিয়ে প্রতিবাদে সরব বিরোধীরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ ইরান যুদ্ধের কারণে দেশে রান্নার গ্যাস সংকটের আবহ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদে কংগ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দল আজ সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ করেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি এই সংকটের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করেছেন। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদের মকর গেটের কাছে জড়ো হন এবং সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সামনে বিরোধী সাংসদরা 'মোদিজি এলপিজি' স্লোগান দেন। এর পরে, রাহুল গান্ধি এক্সে ছবি শেয়ার করার সময় প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন। রাহুল লেখেন, 'নরেন্দ্র সংসদে নিখোঁজ, দেশ থেকে সিলিন্ডার নিখোঁজ'। সংসদের বাইরেও বিরোধী সাংসদরা গ্যাস সিলিন্ডারের আকারে প্ল্যাকার্ড বহন করেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এই বিক্ষোভে যোগ দেন। তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলছেন যে জ্বালানি সংকট নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, তবে তিনি নিজে বিভিন্ন কারণে আতঙ্কিত হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।'' তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বলছেন আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে অন্য কারণে নার্ভাস। আদানি কেস, 'এপস্টেইন

ফাইল'-এর কারণে তিনি নার্ভাস।'' এদিকে ইতিমধ্যেই ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তেল শোধনাগার এবং বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থাগুলিকে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের উৎপাদন সর্বোচ্চ সম্ভাব্য স্তরে বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে গ্যাসের সম্ভাব্য ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারতে জ্বালানি সংকট মোকাবিলা করার জন্য আরও একধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম না বাড়লেও বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। এদিকে গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে চালু হয়েছে নয়া নিয়ম। এখন থেকে ২৫ দিন অন্তর অন্তর সিলিন্ডারের বুকিং করা যাবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যে হরমুজ প্রণালীতে কয়েকশো তেলের ট্যাঙ্কার আটকে আছে। এর মধ্যে ভারতেরও ৩০টিরও বেশি জাহাজ রয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে ভারতসহ সারা বিশ্বে তেলের সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত তেলের আমদানি হরমুজ প্রণালী থেকে আসে। এটা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল রফতানি রুট। এবং এই রুটটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে অন্য বিকল্পের খোঁজে গোটা বিশ্ব। এদিকে ভারতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা সম্ভব। তবে গ্যাসের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারে দেশ। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত ৩১.৩ মিলিয়ন টন এলপিজি ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে মাত্র ১২.৮ মিলিয়ন টন দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত হয়েছিল। বাকি গ্যাস আমদানি করা হয়েছিল দেশে। এদিকে আমদানি করা গ্যাসের মধ্যে থেকে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ এসেছিল আরব দেশগুলি থেকে। তবে বর্তমানে হরমুজ প্রণালী প্রায় বন্ধ থাকায় সেই গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন প্রয়োগ করেছে সরকার।

বিরাট কূটনৈতিক জয়!

জয়শঙ্করের হস্তক্ষেপে ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দিল ইরান

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ দেশজুড়ে চলা তীব্র জ্বালানি এবং এলপিজি সঙ্কটের মাঝেই এল বড়সড় স্বস্তির খবর। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বড়সড় জয় পেল নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার পরই ভারতীয় জাহাজ এবং তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আবহে ভারতের এই কূটনৈতিক সাফল্য দেশের জ্বালানি সঙ্কট মেটাতে গেম-চেঞ্জার হতে চলেছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। জানা গিয়েছে, চরম উত্তেজনার আবহেই ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরঘাচির সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়ই ছিল সামুদ্রিক পথ অবরুদ্ধ হয়ে থাকার কারণে ব্যাহত হওয়া তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা। আলোচনার পরেই ইরান সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতীয় পতাকা বহনকারী সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজ এবং তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলি এবার থেকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বর্তমানে যেখানে আমেরিকা, ইউরোপ এবং ইজরায়েলের জাহাজগুলিকে এই রুটে চরম বিধিনিষেধ ও হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে, সেখানে ভারতের জন্য এই পথ খুলে দেওয়া নয়াদিল্লির এক বিরাট কূটনৈতিক জয়। শুধু ইরান নয়, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে কূটনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়িয়েছে ভারত। এই ইস্যুতে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জঁ-নোয়েল ব্যারটের সঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এস. জয়শঙ্কর। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক চেকপয়েন্ট। আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিবহণের ক্ষেত্রে এই পথটি বিশ্ব অর্থনীতির কার্যত 'লাইফলাইন'। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জাহাজ এই

প্রণালী দিয়েই যাতায়াত করে। ভারত তার প্রয়োজনীয় জ্বালানির একটি বিরাট অংশের আমদানির জন্য গাল্ফ অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে এই জলপথে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ভারতে এলপিজি ও জ্বালানি তেলের বিপুল ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। রেস্তোরাঁ থেকে সাধারণ মানুষের হেঁশেল, সর্বত্রই আকাল দেখা দিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের এই বিশেষ অনুমতির ফলে গাল্ফ অঞ্চলের এই গুরুত্বপূর্ণ শিপিং রুটটি দিয়ে ফের ভারতে তেল ও গ্যাস আসা শুরু হবে। এর ফলে খুব দ্রুত দেশের জ্বালানির স্টক স্বাভাবিক হবে এবং রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে অন্যান্য জ্বালানির ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০১ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩২

অগ্নিকন্যা কমলা দাশগুপ্ত

অগ্নিযুগের সাহসিনী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক-কমলা দাশগুপ্ত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বহু নারী নিজের সাহস, ত্যাগ ও আদর্শ দিয়ে এক অমর অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁদের অনেকেই আজ বিস্মৃত, কিন্তু তাঁদের সংগ্রাম স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এমনই এক সাহসী নারী, যিনি বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি কলমের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদানকে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরেছিলেন;তিনি হলেন কমলা দাশগুপ্ত। ১৯০৭ সালের ১১ মার্চ ঢাকার বিক্রমপুরে এক বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি মেধাবী ও সাহসী স্বভাবের ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের এক নারী বিপ্লবী এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে আসে এবং তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন Bethune College-এ। ১৯২৮ সালে সেখান থেকে তিনি বি.এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে University of Calcutta-এর অধীনে ইতিহাসে এম.এ সম্পন্ন করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনে রাজ নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং তিনি ধীরে ধীরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় বিপ্লবী সংগঠন Jugantar-এর সদস্যদের সঙ্গে। তাঁদের প্রভাবেই তিনি স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। বিপ্লবী শহীদ Dinesh Majumdar-এর কাছে তিনি লাঠিখেলার প্রশিক্ষণ নেন এবং সংগঠনের নেতা Rasiklal Das-এর অনুপ্রেরণায় ১৯২৯ সালে যুগান্তর দলে যোগ দেন। তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী নারী Kalyani Das। বিপ্লবী কার্যকলাপে কমলা দাশগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর সরবরাহ করা একটি রিভলভার ব্যবহার করে বিপ্লবী Bina Das কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলার গভর্নর tanley Jackson-কে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৩০ সালে কমলা দাশগুপ্ত নিজের বাড়ি ছেড়ে দরিদ্র নারীদের জন্য পরিচালিত একটি হোস্টেলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেই হোস্টেলই ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে ওঠে; সেখানে তিনি বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম গোপনে সংরক্ষণ ও পরিবহনের কাজ করতেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার করা হয়। তবে প্রত্যেকবারই পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান। তবু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখে। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি জেল ও Hijli Detention Camp-এ আটক ছিলেন। বন্দিজীবনের কঠিন সময়ে তিনি ম্যালেরিয়াও আক্রান্ত হন। তবু তাঁর মনোবল ভেঙে পড়েনি। পরবর্তীকালে তিনি Quit India Movement-এ যোগ দেন এবং আবার গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে তিনি সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন এবং নোয়াখালীর দাঙ্গা-পরবর্তী সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণকার্যে অংশ নেন। কমলা দাশগুপ্ত শুধু বিপ্লবীই নন, একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকাও ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মন্দিরা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। দেশভাগের পর তিনি নিজের বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা বই লেখেন।

নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ

১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।' তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা-'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।' স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে পরাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি তাঁর আকর্ষন তীব্র হতে শুরু করে। নারীর জাগরণ শক্তি দিয়ে পরাধীন ভারতবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন মার্গারেট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

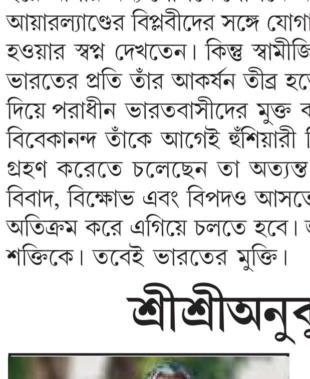

সত্তার বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময় সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে সেবার তার স্থান।

বিবেকানন্দ দর্শন

হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও ক্ষেত্রে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধনা রয়েছে। সঙ্গীত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অস্ত্র। এই সঙ্গীত দিয়ে শত্রুদের যেমন আপন করে নেওয়া যায় আবার তাকে আঘাত দেওয়া সম্ভব। সঙ্গীত দিয়ে পরিবেশকে একেবারে পাল্টে দেওয়া সম্ভব। সঙ্গীতকে সবাই ভালোবাসে। যিনি সঙ্গীত ভালো বাসেন না তিনি মানুষ নন।

বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি বিরাজ করতে গেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সং শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে তিনি দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হন

কৌশিক দাস
প্রথম পর্ব

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল সমাজসংস্কারক বা বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, সাঁওতালদের বন্ধু এবং বাংলা গদ্যের আধুনিক রূপকার। তিনি নিজের খরচে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বিধবা

বিবাহ আইন পাস করান এবং জীবনের শেষ দিনগুলো সাঁওতালদের সেবায় কাটান, যেখানে তিনি 'দয়ার সাগর' নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি শুধুমাত্র চিকিৎসকই ছিলেন না, হাঁপানির ওষুধ 'ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস' আবিষ্কারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ক্ষুদিরাম বসুকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে স্থিত এক কুটির থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। সন্ধ্যা রবি তখন অস্তাচলে। নারী কণ্ঠের আর্তনাদে কুটীরের সম্মুখে জমা হয়েছে গ্রামের নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ। সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ভিনগাঁয়ের পথিক। কান্না শুনে তিনিও গেলেন কুটিরের সামনে। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?' জনৈক গ্রামবাসী করুণস্বরে উত্তর দিল, 'বাবু কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার বরটা মারা গেল, বউটার অল্প বয়স, দুটো ছোট ছোট বাচ্চা, সংসারটাই শেষ হয়ে গেল!' আগন্তুক ঘরে ঢুকে দেখলেন এক অল্প বয়সী নারী স্বামীর মৃত দেহের উপর উবু হয়ে কাঁদছে, দুটো ছোট ছোট শিশু মায়ের পাশে বসে! আগন্তুক কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন কুটির থেকে। পরের দিন ভোরবেলায় কুটীরের সন্নিকটে এসে হাঁক দিলেন, 'দাদা বাড়ি আছেন?' কয়েকবার হাঁক দেওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এল কালকের দেখা সেই অল্প বয়সী সদ্য বিধবা মেয়েটি, অবসন্ন মুখ, চোখের জল শুকিয়ে গেছে! আগন্তুক সেই সদ্য বিধবার কাছে গিয়ে বললেন, 'দাদা বাড়ি নেই?' মেয়েটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। পরে কান্না থামিয়ে বলল, 'কাল উনি গত হয়েছেন।' আগন্তুক শোকজ্ঞাপন করে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। কিছুদিন আগে দাদার কাছে আমি কিছু টাকা ধার নিয়েছিলাম। আজ সেই টাকা ফেরত দিতে এসেছি। কিন্তু তিনি নেই শুনে বড় আহত হলাম।'

স্ত্রীলোকটি টাকাটি নিয়ে বললে, 'আরো কিছুদিন আগে ফেরত দিতে পারলেন না? তার চিকিৎসাটাও ঠিকমতো করতে পারিনি টাকার অভাবে!' সেদিনের সেই সদ্যবিধবা নারী কোনদিন জানতেই পারল না যে, আগন্তুক শুধু তারই অপরিচিত নয়, তার স্বামীরও অপরিচিত ছিল! মেয়েটি জানলই না যে, আগন্তুকের হৃদয় ছিল মহাসাগরের ন্যায় সুবৃহৎ আর তা ছিল মাতৃস্নেহে ভরপুর। এমন কোমল হৃদয় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ বঙ্গদেশে বিরল!

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে (তৎকালে গ্রামটি হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এই সিংহপুরুষের জন্ম হয়, তার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (শর্মা)। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতীদেবীর দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্ম নেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত বনমালীপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তার প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন হুগলি জেলার বনমালীপুর গ্রামের বিখ্যাত পন্ডিত। তাঁর তৃতীয় পুত্র তথা ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ বীর সিংহ গ্রামের বিদগ্ধ পন্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা। পিতামহ রামজয় দেশত্যাগী হলে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী, পিতৃ ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ভ্রাতা ও ভাতৃবধূর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে পাশেই এক কুটিরে থাকতেন তিনি! তার দিন কাটে সুতা কেটে। বড়ছেলে ঠাকুরদাস কলকাতায় গেলেন ভাগ্যের সন্ধানে মাত্র ১৪ বছর বয়সে। প্রথমে দু টাকা মাইনার চাকরি পান তিনি। আশ্রয় পেলেন জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের এর বাড়িতে। এরপর তার পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় ফিরে এলে, তিনি ঠাকুরদাসকে কলকাতায় ভাগবত চরণ সিংহের কাছে কাজে নিয়োগ করেন। ভাগবতচরণ সিংহ ছিলেন কলকাতার বড়বাজারে মস্ত ধনী ব্যবসায়ী। রামজয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি তার পুত্র ঠাকুরদাসকে কাজে বহাল করেন।

ঠাকুরদাসের যৌবনবয়সে গো ঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের মেয়ে ভগবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। আর আজকের এই দিনে, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্ম নেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঠাকুরদাস তখন কোমরগঞ্জে, মঙ্গলবারের হাটে। সুখবরটা ছেলেকে দেওয়ার জন্য রামজয় কোমরগঞ্জ রওনা দিলেন! পথেই ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলে, ছেলেকে বললেন, 'একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' ঠাকুরদাস ভাবলেন বাড়ির গরুটির বাচ্চা হয়েছে! তিনি বাড়ি ফিরে গোয়াল ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। সেই দেখে সহাস্যে রামজয় বললেন, 'ওদিকে নয়, এদিকে এস, এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি!' ছেলেকে নিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন রামজয় এবং এক অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী করলেন নবজাতককে দেখিয়ে! রামজয় তার পুত্রকে বললেন, 'একে এঁড়ে বাছুর বললাম কেন জানো? এ এঁড়ে বাছুরের মতই একগুঁয়ে হবে! যা ধরবে, তাই করবে, কাউকে ভয় করবে না। ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা, দয়ার অবতার। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।'

পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করানো হলো গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। ছোট্ট ছেলেটির দুরন্তপনায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল! কারো বাগানে ঢুকে লুকিয়ে ফল খেয়ে নেয়, কেউ কাপড় শুকাতে দিলে কাপড়ে ময়লা লাগিয়ে দেয়, কারো বাড়ি গিয়ে উঠোনে ময়লা ফেলে আসে, ধানের শীষ, যবের কাটা চিবাতে গিয়ে গলায় আটকে ফেলে। ত্রস্ত গ্রামবাসী এতদ সত্ত্বেও মনে বিশ্বাস রেখেছিল, তাঁর ঠাকুরদার ভবিষ্যৎ বাণী একদিন ফলবেই! এঁড়ে গরুর একগুঁয়েমি এতটাই বেড়ে গেল যে, পিতা তাকে যদি স্নান করতে বলেন, সে তিনদিন পুকুরের ধারে ঘেঁষবে না, আবার পিতা স্নান করতে বারণ করলে সেদিন তাকে জল থেকে তোলা মুশকিল হয়ে যেত। অবাধ্যের একশেষ! দস্যিপনায় গ্রামবাসীর ঘুম ছুটিয়ে দিলেও লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ! সময়মতো পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করলে, তাঁর পিতা পাঠশালার গুরুমশাইয়ের পরামর্শ মতো তাকে কলকাতায় নিয়ে যান ইংরেজি শেখানোর উদ্দেশ্যে। সেইসময় পরলোকগমন করেছেন তার পিতা রামজয় তর্কভূষণ। পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কলকাতার পথে রওনা দেন তার বাবা। তাদের সঙ্গী হোন আনন্দরাম ও কালীকান্ত। পথে ক্লান্ত ঈশ্বরকে কাধে তুলে নেন আনন্দরাম। সিয়ালখালার কাছে সলিখার বাঁধানো রাস্তায় এসে পড়লেন তারা। পথের মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে নেওয়া ঘটনা তো সর্বজনবিদিত!

কলকাতায় এসে ঠাকুরদাস যেখানে থাকতেন সেখানেই আশ্রয় নিলেন পিতা-পুত্র। পিতার ইচ্ছাতেই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন ঈশ্বর, কারণ, তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত পণ্ডিত হয়ে গ্রামে ফিরে চতুষ্পাঠী খুলুক তার পুত্র!

১৮২৯ সালের ১ জুন সোমবার কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে (যা বর্তমানে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত) ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৪ সালে; অর্থাৎ, ঈশ্বরচন্দ্রের এই কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে। তার বয়স তখন নয় বছর। ঈশ্বরের ছোটখাটো শরীরে তুলনামূলক বৃহৎ মস্তক দেখে বন্ধুরা ঠাট্টা করত 'যশুরে কৈ, কসুরে জৈ।' প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে রান্নাবান্না, বাসনমাজা, ঘরমোছা ইত্যাদি কাজ সেরে কলেজ যেত ঈশ্বর।

সংস্কৃত কলেজে সেদিন ছাত্ররা ক্লাসে পড়ছিল। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের বললেন, গোপালয়ে নমোহস্তুতেদ বাক্যটি দিয়ে চতুর্থ চরণ একটি শ্লোক রচনা করতে হবে। বিদ্যাসাগর বাক্যটি শুনেই রসিকতা করে বললেন, 'এক গোপাল তো দেখছি সামনেই রয়েছেন, আরেক গোপাল বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা খেলা করেছিলেন। তা কোন গোপালের বর্ণনা করব?' ছাত্রের এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক জয় গোপাল খুশি হয়ে হেসে বললেন, 'বেশ বৎস, আপাতত বৃন্দাবনের গোপালেরই বর্ণনা কর।' আরেকবার ওই অধ্যাপক সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ছাত্রদের (ক্রমশ)

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ শৈশবের মুখেরচক খাদ্য আলু কাবলি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

আলু কাবলী। নব্বই দশকের সব ছেলেমেয়েদের মতো আমার এক টুকরো মেয়ে বেলা। না তবে একার নয় এর সঙ্গে জড়িত অন্য এক জনের অস্তিত্ব,মাম। ফাল্গুন প্রায় শেষ প্রহরে, আমাদের বাড়িতে সব ঋতুর আলাদা আলাদা রান্না উপাচার রান্না কেন্দ্রীক। ফাল্গুন চৈত্রের অন্যতম আকর্ষণ তেঁতুল তোলা, কাঁচা তেঁতুল দিয়ে পাতলা মুসুর ডাল এর সঙ্গে মোটা ঝাল ঝাল আলুভাজার জুটি পোদ্দার বাড়ির অন্যতম। এই সময় পোদ্দার ও চৌধুরী বাড়িতে (মামের বাপের বাড়ি) তেঁতুল তোলা হতো। সে সময় আজকের মতো সব পেয়েছির যুগ নয় তাই আজকের ভাষায় রিস্টোর। কাঁচা তেঁতুল বোঁটা শুদ্ধ ঝুড়িতে আর পাকা তেঁতুল ছরা ছাড়িয়ে গোলা পাকিয়ে বীজ বের করে মাটির হাঁড়িতে জিয়ান দেওয়া, ভাড়ার ঘরে সারা বছর এর থেকে নিয়ে কাজ চালানো, তখন বিদেশি টমেটো র তত প্রচলন ছিল না রান্নায় টক দিতে তেঁতুল এর কাথ ভরসা গৃহিণী দের। মাঝে মাঝে ঠাম্মাকে দেখতাম চৈত্রের বা ভাদ্রের রোদে উঠোনে ভাড়ার ঘরের কাঠের মশলা রাখা আলমারি থেকে সারা উঠোনে রোদে দিত, বিকালে তুলে গা ধুতেন ভদ্রমহিলা, আমি ভাই বলতাম তোমার বাতিক,এই মশলা রোদে দেওয়া,পাইছো পরের বাড়ির রাজার মাইয়াদের (এটা ওনার ভাষায় ওনাকে,মাম ছোটমার প্রসঙ্গে ওনার অভিমত) তাদের মুখে শব্দ নাই,যা কও কইরা দেয় তো তাই। আমাকে ভাই কে বলতো তোগো তো কই না, আমি আমার বৌ দের কই।বুঝবা যখন নিজের একখান সংসার হইবো তখন দেখুম,আমারে কইতো হইবো না নিজেই রোদে দিবা সব। সেদিন হঠাৎ রাঁধুনি ফোড়ন দিতে গিয়ে দেখি ছাতকুড়া পড়ছে তাতে, সারা শীত ব্যবহার হয় না যে,দিলুম ছাদে রোদে,শোভারাণী অলক্ষ্য এ হাসছে জানি, থাকলে দুকথা শোনাবার এমন সুযোগ ছাড়তো না মহিলা। এবার পালা তেঁতুল এর রসদদার আলু কাবলীর, সেই দ্রব্যটি আমার প্রাণ পাখির বিশেষ প্রিয়,তাই পাঁচ বছর মুখে দাদুর হাতে রাধা মাখা একমাত্র কাজলি মাছের শুক্তো ভাত আর দুধ খাওয়া মহিলাকে এই আলু কাবলি দিয়ে ঘায়েল করে ছিলেন তিনি বর্ধমান শহরে আসার পর। দুধের বোতল সবে ছেড়েছেন ঠাকুর এর কথা শুনে তার মামের কাছে,সে সময় ম্যাজিক দেখায় আলু কাবলি। টক ঝাল স্বাদের খাবারটি মেয়েটার মধ কেড়ে নেয়। মেয়ের মায়ের বিশেষ প্রিয় খাবার টি তার বৌমা (আমার দিদাকে মাম বৌমা বলে ডাকতো) ,মাম যেহেতু ফল শশা লেবু খায় না তাই বাড়িতে গরমের ছুটিতে প্রায় রোজ দিদা পেসার কুকার এ হিটারে আলু সেদ্ধ করে রাখতো। গরম তাওয়ায় শুকনো লংকা গোটা জিরা গোটা ধনে গোলমরিচ মৌরি মচমচে করে ভেজে, মচমচে ভাজা না হলে সেটা ভাজা মশলা না (বড়মা বাবাই এর ঠাম্মা নাকি বলতেন) . সঙ্গে ছোলা মটর সেদ্ধ আর বীটনুন দিয়ে ঘন তেঁতুল কাথ সঙ্গে মিষ্টি সামান্য টক মিষ্টি ঝাল আর মামের প্রিয় ওপর থেকে ছড়ানো ঝুড়ি ভাজা। মাম চৌধুরী বাড়ির একমাত্র কন্যা তাই চোখের মণি ছিল সবার। দিদার প্রাণভোমরা সে,মাম চলে যাওয়ার পর আমার থেকেও মানুষ টা বেশি কষ্ট পাচ্ছে আমার থেকে ভালো জানে না,পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন দের অভিমত সেও যেন ঠাকুর এর চরণে ঠাঁই পায় তাড়াতাড়ি,এই মেয়ে হারানোর যন্ত্রণা কষ্ট থেকে যেন ভগবান তাকে মুক্তি দেয়। লোকে হয়তো বলবেন সৎ মা, কিন্তু আমি হ'লপ করে বলতে পারি আমার দিদা আমার রক্তের যিনি ছিলেন তার থেকেও বেশী আপন মামের, তুলোয় মোরা বললে কম বলা হবে, আমার মাসী মণিরা মামের বন্ধুরা আজো সে কথা বলে। দিদা অতিথি আপ্যায়ন করতে রান্না করতে খুব ভালোবাসে তাই মামের বন্ধু দের সে খুব প্রিয় বৌমা, কুলফি মালাই থেকে হরেক রকম খাবার করে সে তাদের সে সময় খাওয়াতো তার মধ্যে অন্যতম এই আলু কাবলি ফুচকা। ঘটনা চক্রে বর্ধমান শহরে নতুন পল্লী পাড়ার আমাদের বাহিনীর খেলার সময় এক আলু কাবলি কাকু মাথায় ঝাকা নিয়ে আসতেন,আমি পাপা নিপু রাইদি কলিদি মুন্নাদি মাঝে মাঝে শালপাতায় পাতলা করে আলু ছাড়িয়ে ওপর থেকে চামচে করে পাতলা টক বিটনুন আর মশলা দিয়ে হালকা হাতে মেখে ছোলা আর একটা কাঠি গুজে দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিতো কাকু,দাম একটাকা দুটাকা, চোখে জল মুখে হাসি আমাদের, সেকি আনন্দ। শিশু নিকেতন এ বাসে করে গিয়ে সুবিশাল গেটের ভেতরে ক্লাস ফোর পর্যন্ত সে ছোঁয়া না পেলেও হরিসভা হিন্দু গার্লস স্কুল এ গেটের সামনে সঞ্জয় দত্ত ফুচকা কাকু থেকে ভ্যানের আলু কাবলি চুড়মুর কাকু। তবে এক্ষেত্রে প্রেমটা দিদার আর দিদার একমাত্র কন্যার দৌলতে। এক শহরে পোড়া মা তলায় এপার ওপার এবাড়ি ওবাড়ি তাই প্রায় প্রতি অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের বাড়িতে আসা হলেও চৌধুরী বাড়িতে রাত কাটানো বছরে কালী পুজোর তিন দিন যেহেতু সেখানে মহা সমারোহে ফরিদপুর রাজবাড়ী থেকে আনা পাটার ওপর বিরাজিতা হয়ে পূজিতা হন মা দক্ষিণা কালী, পরের দিন চৌধুরী বাড়ির অন্য তরফের অন্নকূট আর ভাইফোঁটা। গরমে পয়লা বৈশাখ দুই বাড়িতে মহা যজ্ঞ সে সময় ভিয়েন দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বর্ধমান গদিতে।

অঙ্ক-জগতে অতি পরিচিত হলেন হার্ডি এবং রামানুজন

অনীক নস্কর

শিরোনাম অসম বন্ধুত্বের অমর কাহিনি-হার্ডি ও রামানুজন। বন্ধুত্বের কথা উঠলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে সমমনা দুই মানুষের ছবি। যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই হাসিতে মেতে ওঠে, এবং যাদের মনের সুর এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা। কিন্তু ইতিহাসে কিছু বন্ধুত্ব আছে, যা এই সহজ সূত্রকে অস্বীকার করে। সেখানে মিলের চেয়ে অমিল বেশি, সান্নিধ্যের চেয়ে দূরত্ব বড়, তবু সেই সম্পর্কের শক্তি এত গভীর যে সময়ের পরীক্ষায় তা অমর হয়ে থাকে। গণিতের ইতিহাসে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডি এবং ভারতীয় প্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজনের সম্পর্ক সেই বিরল বন্ধুত্বেরই এক অনন্য উদাহরণ।

দক্ষিণ ভারতের এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া রামানুজনের জীবন ছিল সংগ্রামের আর একাকিত্বের গল্প।

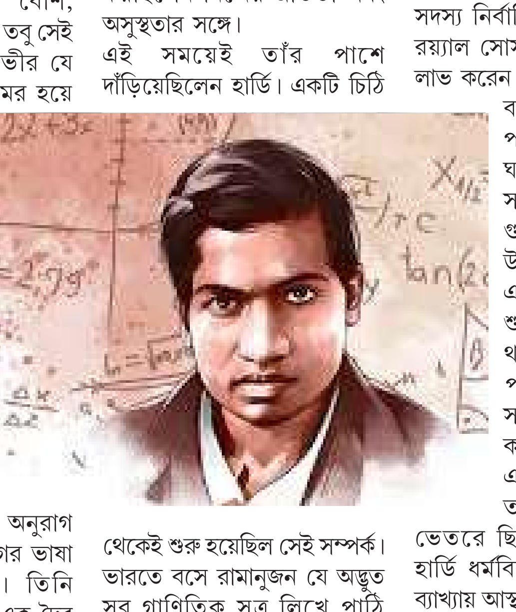

অঙ্কের প্রতি তাঁর অদ্ভুত অনুরাগ ছিল, কিন্তু সেই অনুরাগের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি গণিতকে দেখতেন যেন এক দৈব অভিজ্ঞতা হিসেবে। তাঁর কাছে সূত্রগুলি যেন দেবীর স্বপ্নাদেশ, যা তিনি লিখে ফেলতেন কাগজে। অন্যদিকে হার্ডি ছিলেন যুক্তিবাদী, কঠোর বাস্তববাদী এক ইংরেজ পণ্ডিত। তাঁর কাছে গণিত মানে ছিল প্রমাণ, শৃঙ্খলা এবং যুক্তির কঠিন পথ। এই দুই মানসিকতার মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের আশ্চর্য এই যে, সেই অসম্ভবই একদিন বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

রামানুজন যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন, তখন তিনি ছিলেন একেবারে অপরিচিত এক বিদেশি। কেমব্রিজের পরিবেশ, পাশ্চাত্যের সামাজিক রীতি, ভাষার ব্যবধান; সবকিছুই তাঁর জন্য ছিল অস্বস্তিকর। উপনিবেশের শাসিত দেশের এক তরুণ হিসেবে তাঁর আত্মবিশ্বাসের ওপরেও ছিল অদৃশ্য চাপ। ইংল্যান্ডে তাঁর তেমন বন্ধু ছিল না, ছিল না কোনও ঘনিষ্ঠ সহচর। পরিবার থেকেও চিঠি খুব কমই আসত। এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি লড়াই করছিলেন নিজের প্রতিভা এবং অসুস্থতার সঙ্গে।

এই সময়েই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হার্ডি। একটি চিঠি থেকেই শুরু হয়েছিল সেই সম্পর্ক। ভারতে বসে রামানুজন যে অদ্ভুত সব গাণিতিক সূত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি দেখে হার্ডি বিস্মিত হয়ে যান। প্রথমে সন্দেহ হলেও দ্রুত তিনি বুঝতে পারেন; এ এক বিরল প্রতিভা। সেই উপলব্ধিই তাঁকে উদ্যোগী করে তোলে রামানুজনকে ইংল্যান্ডে আনার জন্য। এরপর শুরু হয় এক অসাধারণ সহযোগিতা, যেখানে দুই ভিন্ন জগতের মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে থাকেন।

তবে এই সম্পর্ক কখনওই প্রচলিত বন্ধুত্বের মতো ছিল না। তাঁদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা প্রায় হতো না বললেই চলে। হার্ডি ছিলেন স্বভাবতই সংযত এবং আলাপবিমুখ। রামানুজনও ছিলেন লাজুক এবং অন্তর্মুখী। তাঁরা মূলত কাজ করতেন;গণিত নিয়ে, সূত্র নিয়ে, ধারণা নিয়ে। তবু সেই সহযোগিতার মধ্যেই তৈরি হয়েছিল গভীর এক পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

রামানুজনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে হার্ডির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উদ্যোগেই রামানুজন লন্ডন ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ লাভ করেন। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে এই সম্মান পাওয়া ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু সেই সময় রামানুজন গুরুতর অসুস্থ। হার্ডি উপলব্ধি করেছিলেন, এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে শুধু সম্মান নয়, বেঁচে থাকার প্রেরণাও হতে পারে। তাই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন এই স্বীকৃতি এনে দিতে।

তবে এই সম্পর্কের ভেতরে ছিল অনেক অমিল। হার্ডি ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখতেন না। তিনি মনে করতেন, রামানুজনের প্রতিভা এক অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ফল। অথচ রামানুজন নিজেই বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সূত্রগুলি দেবীর অনুপ্রেরণা থেকে এসেছে। এই দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কখনও পুরোপুরি মিলেনি। তবু তাদের সহযোগিতা থামেনি।

ইংল্যান্ডে থাকার সময় রামানুজনের জীবন ছিল কঠিন। কঠোর নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসের কারণে তিনি পর্যাপ্ত পুষ্টি পেতেন না। শীতের মধ্যে সেই খাদ্যসংকট তাঁর শরীরকে আরও দুর্বল করে দেয়। হার্ডি প্রথমে এসব বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন না। কিন্তু যখন পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন তিনি বন্ধুর মতোই বকুনি দিয়ে চিঠি লেখেন;খাবারের নিয়ম ভেঙে হলেও শরীর বাঁচাতে হবে। সেই চিঠিতে উপদেষ্টার কড়া সুর থাকলেও ছিল বন্ধুর উদ্বেগ।

শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে রামানুজন ভারতে ফিরে আসেন। তবু তাঁদের যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। চিঠির মাধ্যমে আলোচনা চলতে থাকে মৃত্যুর কয়েক দিন আগ পর্যন্ত। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি আর সেই সম্মান পাননি, যা তাঁর প্রাপ্য ছিল। সামাজিক কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতার কারণে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল নিঃসঙ্গ ও বেদনাময়।

রামানুজনের মৃত্যুর বহু বছর পরে হার্ডি তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, জীবনে অনেক কিছু অর্জন করলেও রামানুজনের সঙ্গে পরিচয়ই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র রোমান্টিক ঘটনা। এই স্বীকারোক্তি শুধু একজন গণিতজ্ঞের আবেগ নয়, বরং দুই ভিন্ন পৃথিবীর মানুষের গভীর মানবিক সম্পর্কের স্বীকৃতি।

এই বন্ধুত্বের কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয়;মহান সৃষ্টির পেছনে কখনও কখনও থাকে এমন সম্পর্ক, যা প্রচলিত বন্ধুত্বের সংজ্ঞাকেও অতিক্রম করে। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম বা জীবনদর্শনের ভিন্নতা সত্ত্বেও যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিকতা থাকে, তবে সেই সম্পর্ক ইতিহাসে অমর হয়ে উঠতে পারে।

হার্ডি এবং রামানুজনের সম্পর্ক তাই কেবল গণিতের ইতিহাসের অংশ নয়; এটি মানবিকতারও এক অনন্য দলিল। দুই মানুষের অসম বন্ধুত্ব যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের নয়, জ্ঞানের জগতকেও বদলে দিতে পারে;এই সত্যই তাদের কাহিনিকে আজও এত আলোয় ভাসিয়ে রাখে। নিবিড় বন্ধুত্ব তৈরি করে সৃষ্টি। তার ফলে আজকে বিজ্ঞান জগতে রামানুজন এবং হার্ডি পরিচিত।

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিকের কোষগুলি নিজেকে খেয়ে ফেলে

অনুরূপ দে

পর্যাপ্ত ঘুমাচ্ছেন তো? সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে ঘুমের অভাব খুব বেশি হলে মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলে। এর অর্থ হলো মস্তিষ্কের কোষগুলোর বর্জ্য ধ্বংস করে যেসব কোষ, তারা অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ককে সুস্হ রাখার জন্য ঘুমের কোনও বিকল্প নেই এটা আমরা জানি। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সারা দিনে জমা হওয়া ক্ষতিকর পদার্থগুলো পরিষ্কার হয়। এতে ঘুম থেকে ওঠার পর মস্তিষ্ক আবার ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। মস্তিষ্ককে পরিষ্কার রাখার এই কাজের একটি অংশ হল মাইক্রোগ্লিয়া কোষগুচ্ছ, যারা স্নায়ুতন্ত্রের বর্জ্য, ক্লান্ত এবং মৃত কোষের বর্জ্য পরিষ্কার করে। আরও এক ধরণের কোষ, অ্যাস্ট্রোসাইট মস্তিষ্কের বেশ কিছু কাজ একসাথে করে। এদের অনেকেগুলো কাজের মাঝে একটি হল মস্তিষ্কের অপ্রয়োজনীয় সিন্যাপসগুলোকে কেটে ফেলা। নিডরো সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় চার দল ইঁদুরের ওপর। প্রথম দলকে ইচ্ছেমত ঘুমাতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দলকে সময়মত ঘুম থেকে ওঠানো হয়। তৃতীয় দলকে অতিরিক্ত আট ঘন্টা জাগিয়ে রাখা হয় আর চতুর্থ দলকে জাগিয়ে রাখা হয় টানা পাঁচ দিন। ফলাফল দাঁড়ায়- আরাম করে ঘুমানো ইঁদুরের মস্তিষ্কে অ্যাস্ট্রোসাইট সক্রিয় ছিল ৬ শতাংশ সিন্যাপসে। আট ঘন্টা ঘুমানো ইঁদুরে ৮ শতাংশ সিন্যাপসে সক্রিয় ছিল অ্যাস্ট্রোসাইট আর ৫ দিন না ঘুমানো ইদুরে ১৩.৫ শতাংশ সিন্যাপসে অ্যাস্ট্রোসাইট সক্রিয় ছিল। তার অর্থ হল ঘুমের অভাবে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে অ্যাস্ট্রোসাইট কোষগুলো। ঘুমের অভাব হলে সিন্যাপসের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে অ্যাস্ট্রোসাইট, এটা আমরা প্রথমবারের মত দেখাতে পেরেছি, বলেন এই গবেষণার নিউরোসায়েন্টিস্ট মাইকেল বেলেসি। তবে ঘুমের প্রচন্ড অভাবের সময়ে এই প্রক্রিয়াটি উপকারী নাকি অপকারী সেটা তারা নিশ্চিত করে বলেননি। তবে যে ব্যাপারটি বেশি দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে তা হল মাইক্রোগ্লিয়ার কার্যক্রম। তারা অতিরিক্ত ঘুমের অভাবের ফলে সক্রিয় হয়। আর এর সক্রিয়তা থেকে দেখা দিতে পারে আলঝেইমার্স এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা ক্ষয় হওয়ার অন্যান্য রোগগুলো। গবেষকেরা দেখেন- অনিয়মিত ও কম ঘুমের ফলে আমাদের ব্রেইনে বেশি অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হয় ও নিউরোডিজেনারেশন ঘটে। অতিরিক্ত ঘুমের অভাবের ফলে সক্রিয় হয় আমাদের মস্তিষ্কে থাকা মাইক্রোগ্লিয়া ও অ্যাস্ট্রোসাইটস। ফলে তারা মস্তিষ্কের বর্জ্যের অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় সিন্যাপসগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য কোষ গুলোরও ফ্যাগোসাইটোসিস এর মাধ্যমে খেয়ে ফেলতে থাকে। এতে আমাদের মেমরি, চলাফেরা, নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ইত্যাদিতে প্রভাব পড়তে শুরু করে।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে যাদের ঘুম কম হয় তাদের বৃদ্ধ বয়সে আলঝাইমার'স ডিজিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।সব চাইতে জটিল অঙ্গ, মস্তিষ্ক প্রতি নিয়তই নতুন করে নিজেকে তৈরি করছে, শক্তিশালী হচ্ছে আর ভাঙ্গাগড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এটা একটি অসীম প্রক্রিয়া, যেখানে কিছু কাঠামো ভাঙ্গে আর কিছু নতুন করে তৈরি হয়। এ নিয়ে আরো গবেষণা হলে বোঝা যাবে এই অ্যাস্ট্রোসাইট এবং মাইক্রোগ্লিয়ার সক্রিয়তা মস্তিষ্কের ওপর আসলে কী প্রভাব রাখে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন।

বীরভূম জেলায় লক্ষাধিক বৈধ ভোটার বাদ, দুই লক্ষ পনেরো হাজার বিচারাধীনঃ প্রতিবাদে তৃণমূল

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১২ মার্চ ঃ বীরভূম জেলায় এক লক্ষ দুই হাজার বৈধ নাম বাদ। শুধুমাত্র বোলপুর বিধান সভা থেকে ১১,৬০০ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। গোটা জেলায় দুই লক্ষ পনেরো হাজার বিচারাধীন। সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি তুলে ধরলো দলের জেলা কোর কমিটি। এদিন বোলপুরে কোর কমিটির বৈঠকে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ, জ্বালানি গ্যাস সঙ্কট নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের তরফে দাবি তোলা হয়, যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের সবাই জীবিত এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই তাঁরা আবেদন করেছিলেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে এসআইআর- এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিও আবেদনকারীরা জমা দিয়েছিলেন বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। তবুও কেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দল। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। যারা আদিবাসী অর্থাৎ মূল নিবাসী তাদের নাম কী করে বাদ যায়? এছাড়াও রাজ্যে গ্যাসের সংকট নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষ এই সংকটে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। হাসপাতালে রোগীদের রান্না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোস্টেলে রান্না বন্ধ। একই সঙ্গে বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে রথযাত্রা থেকে শুরু করে জনসভা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তবে তাঁর দাবি, এসব কিছুর মাধ্যমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও প্রভাব পড়বে না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই থাকবে বলেই তিনি মন্তব্য করেন। অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির আহ্বায়ক বলেন, বিহার সহ অন্য রাজ্যে এস আই আরের এক নিয়ম এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরেক নিয়ম। বেছে বেছে আদিবাসী ও মুসলিমদের টার্গেট করা হয়েছে। একমাত্র তৃণমূল এস আই আর আন্দোলনে মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে মানুষের পাশে আছে। আর অন্যকোন দলকে দেখছি না। বোলপুরে নাম বাদ যাওয়া রাজেন্দ্র সিং, সঙ্গীতা শীলরা এদিন তৃণমূলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র সিং বলেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা মায়ের ছিলো। বিগত নির্বাচনে আমি ভোট দিয়েছি। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমাকে ভারতীয় নাগরিক থেকে বের করে দেওয়া তো ঠিক না।

কান্দিতে কংগ্রেসের ভাঙন! অধীরের হাত ছেড়ে অপূর্বর হাত ধরে তৃণমূলে প্রাক্তন বিধায়ক বনু খাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ১২ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে কংগ্রেসে বড় দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নমূলক কাজ এবং মানুষের

ধস নামল। বুধবার সন্ধ্যায় কান্দি থানার পুরন্দরপুর এলাকায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ও কান্দি মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি সফিউল আলম খান ওরফে বনু তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও বর্তমান বিধায়ক অপূর্ব সরকারের হাত ধরে তিনি তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকা বনু খাঁ তৃণমূলে যোগ দিয়ে বলেন, তিনি একসময় অপূর্ব সরকার-সহ বিভিন্ন নেতার হাত ধরে কংগ্রেসের রাজনীতিতে এসেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে নানা পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়ানোর রাজনীতি-বিশেষত করে সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার ভূমিকা-তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই কারণেই অপূর্ব সরকারের হাত ধরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাক্তন এই বিধায়ক আরও বলেন, কান্দি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে কাজ করছেন এবং সকলে মিলে একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে মানুষের জন্য কাজ করবেন। যোগদান সভায় যারা তাঁর সঙ্গে তৃণমূলে এসেছেন, তাদের দায়িত্ব ও আপদ-বিপদের দায়ভারও তিনি নিজের কাঁধে নেওয়ার কথা জানান। এদিন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, তাদের সম্পর্ক কেবল প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কের নয়, বরং দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। আগে সফিউল আলম খান বিধায়ক ছিলেন, এখন তিনি বিধায়ক-কিন্তু এখন তাঁরা একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে তলায় থেকে মানুষের জন্য কাজ করবেন। অপূর্ব সরকার কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন, মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস এখন মোদী কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে। যেখানে কর্মীদের কাজ করার সুযোগ নেই বলেই অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করছে এবং মানুষের মধ্যে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অধিকার রক্ষায় লড়াই করছেন বলেও দাবি করেন তিনি। অপূর্ব সরকারের কথায়, জেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত মাঠে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। সেই কাজ দেখেই অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। তিনি বলেন, উনি আমার সিনিয়র হলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আজ আবার আমরা এক পরিবারে একত্রিত হলাম। একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে মানুষের জন্য লড়াই করব। এই যোগদানকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

যুবকের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১২ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরাণীবেড়িয়া এলাকায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম ঝন্টু মন্ডল (৩৫)। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির অদূরে একটি গাছে গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ ঝুলতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় বারো বছর আগে পিঙ্কি মন্ডলের সঙ্গে ঝন্টু মন্ডলের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। ঝন্টুর স্ত্রী পিঙ্কি কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করতেন। বুধবার সন্ধ্যার পর থেকেই ঝন্টু নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় এলাকাবাসীরা বাড়ির কাছেই একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী আসামে ৪৭,৮০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন

মালিগাঁও, ১২ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ ও ১৪ মার্চ ২০২৬ আসাম সফর করবেন। এই সফরকালে, প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড়, গুয়াহাটি এবং শিলচর জুড়ে ৪৭,৮০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ভূমি পূজা এবং পতাকা উত্তোলন করবেন। ১৩ মার্চ, দুপুর ১.৩০ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড়ে ৪,৫৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের ভূমি পূজা, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পতাকা উত্তোলন করবেন। পরে, বিকেল ৫ টায় গুয়াহাটিতে, প্রধানমন্ত্রী ১৯,৬৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভূমি পূজা, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। ১৪ মার্চ, সকাল ১০.৪৫ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী শিলচরে প্রায় ২৩,৫৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমিপূজন করবেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। **প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড়ে (রেলওয়ে প্রকল্প)ঃ** প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড়ে জেলার বাঁশবাড়িতে একটি পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং (POH) কর্মশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। কর্মশালাটি রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী আসাম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধনও করবেন। এর মধ্যে রয়েছে কামাখ্যা- চার্লাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস যা উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রদান করবে। গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস যা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং নারাঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস যা আসাম ও ত্রিপুরার মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করবে এবং যাত্রী, ব্যবসায়ী. এবং পর্যটকদের জন্য আন্ত ঃরাজ্য ভ্রমণ সহজতর করবে। **গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রী (রেলওয়ে প্রকল্প)ঃ** প্রধানমন্ত্রী প্রধান রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পগুলি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৪২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাঙ্গিয়া-মুরকোংসেলেক রেল লাইন বিদ্যুতায়ন (৫৫৮ কিলোমিটার) এবং প্রায় ১,১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চাপরমুখ- ডিব্রুগড় রেল লাইন বিদ্যুতায়ন (৫৭১ কিলোমিটার), প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বদরপুর-শিলচর এবং বদরপুর-চুরাইবাড়ি রেল লাইন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য নরেন্দ্র মোদীর রেল ভাবনা

১২ মার্চ ঃ দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নের গতি ছিল তুলনামূলকভাবে ধীর। অনেক প্রকল্প বছরের পর বছর ধরে অসম্পূর্ণ ছিল এবং রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ সেই গতি পায়নি যা রাজ্যের প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতি এখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় রেলে ঘটে যাওয়া ব্যাপক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই রূপান্তর কেবল নতুন রেলপথ এবং স্টেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সংযোগ, সুরক্ষা, যাত্রী সুবিধা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। বর্ধিত বাজেটের সাথে উন্নয়নে গতি সঞ্চার পরিসংখ্যান নিজেই এই রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে। ২০০৯-১৪ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য গড় বার্ষিক রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৪,৩৮০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে, ২০২৬-২৭ সালের বরাদ্দ তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪,২০৫ কোটি টাকা। এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রাজ্যের রেল পরিকাঠামোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

নামখানা ব্লকের শিবরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৬৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে হেড অফিসে গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়ে নবাগত ম্যানেজিং কমিটির সদস্য-সদস্যা এবং কর্মচারী বৃন্দদের নিয়ে কেক কাটা হলো। এই দিনে গ্রাহকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

দুর্ঘটনা রুখতে হলদিয়ায় বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১২ মার্চ ঃ শিল্পাঞ্চলের দুর্ঘটনা এড়াতে পণ্যবাহী ট্রাক চালক ও পরিবহন কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শুরু হল হলদিয়ায়। উদ্যোগ নিয়েছে হলদিযার তেল শোধনাগার সংস্থা এইচপিএল স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের মূল কারণ, চালক ও পরিবহণ কর্মীদের শারীরিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রাখা, সেই সঙ্গে যাতে পথদুর্ঘটনা এড়ানো যায়। শিবিরে মোট ১৫০ জনেরও বেশি পরিবহন কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষাও করা হয়। পরিবহন কর্মী ও ট্রাক চালকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। চোখের পরীক্ষা পর কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ট্রাক চালক ও পরিবহন কর্মীদের ১১৭টি চশমাও প্রদান করা হয়। এইচপিএল প্রধান প্ল্যান্ট সন্দীপ বিপ্রা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান সঞ্জীব চৌধুরী এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের উপস্থিতিতে এই শিবির আয়োজন করা হয়।

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

1. Tender notice No:-**97/SGP/ 15Th. CFC/UNTIED/2025-26 Dt:12.03.2026.** Last Date of Bid Submission as on **19/03/ 26 upto 11 AM**.

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে নির্মাণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/ ১৮ অফ ২০২৬; তারিখ: ০৯-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং ঃ ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/লামডিং-এর নিউ হারাঙ্গাজাও (এনএইচজিজে) -এ আওতাধীন পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলির পরিবর্তে ১০টি ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৭৫,৮৮,৯০৭.০৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৮৭,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, সামিউল ইসলাম পিতা- মৃত আব্দুস সালাম, সুকান্তপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৭, রামপুরহাট, বীরভূম। রামপুরহাট মৌজার সাবেক দাগ নং- ১৬৯২ / ১৯০০ হাল দাগ নং- ৩০৮৫ নং দাগের আমমোক্তার। Q No- 263075/15, Sl. No-7543/ 15, Book four - 00227/ 2015. বর্তমানে ওই দাগের ০.০১২৮ অংশে ১.২ শতক জায়গা বিক্রয় করিবে। আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ইলিয়াস ওরফে মহঃ ইলিয়াস পিতা- মৃত এলাহি বক্স, সাকিম- নিশ্চন্তপুর নিমতলা, ওয়ার্ড নং-০২, পোঃ ও থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম। তাঁর খতিয়ান নং- ৬৮৯। এই বিষয়ে কারো কোন ধরনের আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে ১ মাসের মধ্যে ৯৯০৭১৬১০০৪ এই নাম্বারে যোগাযোগ করিবেন।

নিবেদন ইতি-
এ্যাডভোকেট রামপুরহাট বীরভূম

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.- Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender

Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **N.I.T. No.:-489/26 dated:- 11.03.2026**. Last date of submission of Bid **18.03.2026**. The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/ ২৫/২১(নোটিস)/৭৪৭, তারিখ : ১১.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৭-আর। কাজের নাম:** এইএন/এনডিএই-র অধীনে এলসি গেট নং ১৭/এ/টি-র পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১৮,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০৭-আর। কাজের নাম:** এইএন/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এনআরএক্স, বিডিএইচ, বিএইচপি ও এমএলভি-তে গ্যাং হাট নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,৫৮,১৬৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১৯,২০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১৪। কাজের নাম:** ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংলগ্ন টয়লেট সহ লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৮,১৯,৩৯৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১৬,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৯৫। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের অধীনে এজিএই, ডিএইচএই, জিজিএলই, এসএএলই, বিএসএই, টিবিএই, কেএমএই, জিপিএই, বিজিআরএ, ডিটিএই, এসএমএই, পিএসএই, পিটিএই, বিজিএই, বিজেডএলই, সিডব্লুএলই, এসডিআই, মোরগ্রাম, বিএএ, টিপিএফ, এনএইচটি, এমআরআর, এনজিএফ, জিএমএএন স্টেশনে ওয়েটিং হল এবং টয়লেট কমপ্লেক্সের উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৫৫,১৫,৮৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২,২৭,৬০০ টাকা। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং :ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৫৪। কাজের নাম:** সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইএন/কেডব্লুএই ও এইএন/এনডিএই শাখার সকল মহিলা কর্মীর সুবিধার্থে সংলগ্ন টয়লেট সহ লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুম নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২৪,১১,৭০৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৪৮,২০০ টাকা। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৯৭। কাজের নাম:** হাওড়া পুরনো স্টেশন কমপ্লেক্সে ২য় শ্রেণী ও ১ম শ্রেণীর ওয়েটিং হলের জন্য দু'টি ওটিস প্রস্তুত প্যানোরমিক গ্লাস ওয়াল ধরনের যাত্রী লিফটের (এম/সি নং- ৫২কেওয়াই ৫৮৩৭ ও এম/সি নং ৫২কেওয়াই ৫৮৩৮) ৩৬ মাসের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ১৭,৪২,১০৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৩৪,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০৮-আর-১। কাজের নাম:** হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালের ইনডোর ব্লক ও এমার্জেন্সি ব্লকে দু'টি যাত্রী-সহ-বেড লিফটের (প্রস্তুত থাইসেনক্রুপ এলিভেটর) ৬০ মাসের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ২১,৬৬,০৫৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৪৩,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন (ক্র.নং ১ থেকে ৫-এর জন্য), ৩৬ মাস (ক্র.নং ৬-এর জন্য) এবং ৬০মাস (ক্র.নং ৭-এর জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-686/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, এনআইটি নং ২৯২_২০২৫-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬। **কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এলএলএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে [illegible] আনুমানিক ব্যয়: [illegible] টাকা। বায়না মূল্য: [illegible] টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য: উভয়ের জন্য শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ: [illegible]। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: [illegible] যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-684/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, এনআইটি নং ২৯০_২০২৫-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন - ফর্মেশন নবীকরণের সাথে যুক্ত পি.ওয়ে কাজ - সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এলএলএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে [illegible] **ক্র.নং ২, এনআইটি নং ২৯১_২০২৫-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬।** [illegible] আনুমানিক ব্যয়: [illegible] বায়না মূল্য: [illegible] টেন্ডার ফর্মের মূল্য: উভয়ের জন্য শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ: [illegible] টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-683/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UNITY Small Finance Bank
Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যদিও, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, এখানে উল্লেখিত তারিখে জারি করা ডিমান্ড নোটিশ, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইঃটারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ, বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের উপর নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. চক্রবর্তী পোল্ট্রি ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রদীপ চক্রবর্তী রসুলপুর বাজার, মেমারি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৫১ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন এছাড়াও পূর্ব বর্ধমানে, মৌজা- ডালুইবাজার, জেএল নং- ৫৫, থানা-মেমারি, দাগ নং-৯৮২, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৫১ ২. প্রদীপ চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক) রসালপুর, বৈদ্যডাঙ্গা, মেমারি, বর্ধমান, রসালপুর, বৈদ্যডাঙা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১৫১ ৩. ডলি চক্রবর্তী (সহ- ঋণগ্রহীতা) রসালপুর, বৈদ্যডাঙ্গা, মেমারি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৫১ ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর - USFBKOLLOAN000005004029 প্রতীকী দখলের তারিখ ঃ ১০-০৩-২০২৬	০৫।১২।২০২৫ তারিখের ৪২,৩১,৫৪৪.৭৬/- টাকা (মাত্র বত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পয়সা চুয়াত্তর পয়সা) এবং প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জের জন্য ০৮।১২।২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি।

বন্ধককৃত / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ২০ দশমিক পরিমাণ জমির সমতুল্য ১২টি কোট ১, চট্টগ্রাম ২৭ বর্গফুট, যা মৌজা-ডালুইবাজারে অবস্থিত। জে.এল. নং ৫৫। তৌজি নং ১০০, আর.এস. নং ১০৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং ২৬৯। এল.আর. খতিয়ান নং ১০৯ বর্তমানে এল.আর. খাতলান নং ১৪৩৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৯৮২ এর অধীনে অবস্থিত এবং থানা- মেমারি, পিন-৭১৩১৫১, পূর্ব বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, যা পূর্বে বর্ধমান ছিল, দালুলবাজার - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, পিন-৭১৩১৫১ এর স্থানীয় সীমানার মধ্যে। যা উত্তরেঃ ৪৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, দক্ষিণে ৪৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, পূর্বেঃ ৯৫ ফুট পশ্চিমেঃ ১০০ ফুট ৬ ইঞ্চি হিসাবে বেষ্টিত এবং আবদ্ধ।

তারিখ- ১৩।০৩।২০২৬, স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা।- অথোরাইজড অফিসার, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) নিয়ম ৮(১) দেখুন

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের উপর নিম্নোক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলীর প্রতি, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধ করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং ঋণ অ্যাকাউন্টের নাম	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. বৈশাখী মিষ্টি রেস্তোরাঁর (ঋণগ্রহীতা) মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে সুশান্ত রায় গ্রাম- পশ্চিম পঞ্চ গাছিয়া পাড়া- পশ্চিম পঞ্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৯১ এছাড়াও মৌজা- গোচরণে, জেএল নং. ৮৭, এল.আর. এবং আর.এস. ৪০৭, আরএস খতিয়ান নং. ৬৩৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩৬৬ এবং ২২৬, পিএস-এর অধীনে বারুইপুর, পোস্ট- গোচরণ, নবারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৯১ ২. সুশান্ত রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা ও মর্টগাগর) পশ্চিম পঞ্চ গাছিয়া, গোচরণ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পারগণা দক্ষিণ ২৪ পরগণা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৯১ ৩. রেণুকা দেবনাথ (সহ-ঋণগ্রহীতা) পশ্চিম পাঁচ গাছিয়া, গোচরণ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পারগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৯১ ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ- USFBKOLLOAN000005015890 প্রতীকী দখলের তারিখ - ২৬-০২-২০২৬	১৪.১০.২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি যার পরিমাণ ৩৬,৬৪,৩৪১.২৮/- টাকা (ছত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশ একচল্লিশ টাকা আঠাস পয়সা মাত্র) এবং প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।

বন্ধকী/সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ মৌজা-গোচরণ, জে.এল. নং. ৮৭, আর.এস. নং. ১১৫. তৌজি নং ১০৯৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৩১৫ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৬ এবং ২২৬ এর সাথে সম্পর্কিত, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৮ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ নং ৪০৭ এর অধীনে, ধারণকৃত নং ৫ কোঠা ২ ছটাক ৯ বর্গফুট বা ০৮.৪৮ দশমিক পরিমাণ জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল একই রকম। এস/৫৭৫, পুলিশ স্টেশনের অধীনে - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৯১। উত্তরেঃ দোকান ও রেস্তোরাঁ দ্বারা দক্ষিণেঃ সাধারণ যাতায়াত দ্বারা পূর্ব দিকেঃ রাস্তা দ্বারা পশ্চিম দিকেঃ ভূমি দ্বারা।

১. মেসার্স আসমা হোটেল (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইলিয়াস লস্কর আরএল ওয়ে পি. নং- ৩/এ স্টেশন রোড কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৪৪ আরও আর.এস. নং. ৭১, তৌজি নং. ১২৬৭ খতিয়ান নং ৫০৭৩ দাগ নং ১১৫ এবং ১২৬ মেদনমল পিএস ও মৌজা বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭০০১৪৪ ২. ইলিয়াস লস্কর (সহ- ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকীকৃত) কবি নজরুল সরণী, বারুইপুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, আশমা ধাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪৪ ৩. সাবেরা লস্কর (সহ-ঋণগ্রহীতা) কবি নজরুল সরণি বারুইপুর বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আশমা ধাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪৪. ৪. পাতাউদ্দিন লস্কর (সহ-ঋণগ্রহীতা) কবি নজরুল সরণী বারুইপুর বাহুরইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা, আশমা ধাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪৪ ৫. সাহাবুদ্দিন লস্কর (সহ-ঋণগ্রহীতা) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসমা ধাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪৪ ৬. আসমা ধাবা (সহ-ঋণগ্রহীতা) কবি নজরুল সরণি বারুইপুর বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পএ দক্ষিণ ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্টঃ নং ৪৭ নম্বর SFBKOLLOAN000005016679 প্রতীকী দখলের তারিখ - ২৬-০২-২০২৬	১৪.১০.২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি যার পরিমাণ ছিল ৯১,৮৯,৬৮৮.১৪/- টাকা (নব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার ছশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) এবং প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।

বন্ধকী/সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ আর.এস. দাগ নং ১২৬ এবং ১১ দশমিক জমির ক্ষেত্রে আর.এস. দাগ নং ১২৭ মোট জমির পরিমাপ প্রায় ৪৫ দশমিক, মৌজা- বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৭১, তৌজি নং ১২৬৭, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১১৫, ১২৬ এবং ১২৭, আর.এস. খতিয়ান নং পিএস- বারুইপুরের অধীনে, ওয়ার্ড নং- এর অধীনে, গঠনের সাথে সামান্য কমবেশি একই রকম হতে হবে। ১৭, বারুইপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৪৪, যা এইভাবে বাঁধা এবং আবদ্ধঃ উত্তরেঃ কাইয়ুম সর্দারের ভূমি দক্ষিণেঃ সাধারণ পথ পূর্বেঃ মালিকদের জমি পশ্চিমেঃ রাস্তা।

তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৬, স্থান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/DEV38/25-26
Name of Work: **Restoration of Paver blocks in front of 10 MG Pump House with ancillary works within clear water campus under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,98,228.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of receipt of Tender (Online) : **01.04.2026 at 10 a.m.** Last date and time of opening of Tender (Online): **04.04.2026 at 11 a.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/937 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of damaged road at 93, Mukundapur, 138 Barakhola, 487 Purbalok, 486 Purbalok etc. in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,97,789.54**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid : **01.04.2026 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 (12 Noon)** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invites e-Tender for the following work:

(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/W74/T-006/2025-26
Name of Work: **Development of F.W. supply by laying 100 MM dia. D.I. pipe from 13A, New Road to 14/2, Burdwan Road in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **2,45,761.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/WS/WEST/W74/T-007/2025-26
Name of Work: **Improvement of filtered water supply with allied works near 6C, 45A, Durgapur Lane, 42A, 43, Raja Santosh Road, 19, Alipore Road and surrounding area in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **2,99,604.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **10 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **30.03.2026 at 1 p.m./01.04.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/IGWTP , KMC** invites e-Tender for the following works (Submission of Bid through online):

(1) NIeT No.: KMC/IGWTP/173/25-26, Dt. 09.03.2026
Name of Work: **Improvement of the utility zones surrounding areas attach with the Module-1 having capacity 20MGD potable water, under IGWTP.** Estimated Amount (Including GST @18% & LWC @1%): ₹ **4,84,939.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **300 days.**

(2) NIeT No.: KMC/IGWTP/174/25-26, Dt. 09.03.2026
Name of Work: **Maintenance of the surrounding areas attach with the Chemical House and Module-2 (20MGD WTP), under IGWTP.** Estimated Amount (Including GST @18% & LWC @1%): ₹ **4,82,148.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **300 days.**

(3) NIeT No.: KMC/IGWTP/175/25-26, Dt. 09.03.2026
Name of Work: **Development of the power network and illumination arrangement in and around the Clarifier No.-2 at 60MGD WTP, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST @18% & LWC @1%): ₹ **4,91,352.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **30 days.**

(4) NIeT No.: KMC/IGWTP/176/25-26, Dt. 09.03.2026
Name of Work: **Maintenance of the low-tension Electrical department and its surrounding cable corridor premises under IGWTP.** Estimated Amount (Including GST @18% & LWC @1%): ₹ **2,87,121.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **240 days.** Cost of Tender & Tender Documents: **NIL** (For Sl. No. 1 to 4). For full and further details with Last Date & Time of Online Submission of Tender, please visit the website: **https://www.etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (C)/Parks & Suqares, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_PS/X/98/B196/25-26R2 (3rd Call)
Name of Work: **Renovation of Adarsha Pally Park near 2/25 Adarsha Pally etc. Ward No.-98 in KMC Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **2,29,643.06**. Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.03.2026 – 1 p.m.** Tender open date: **19.03.2026 – 2 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/EE_PS/X/94/B17/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Renovation of Park at 1/36, 1/48 R. P. Colony in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **1,77,133.46**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.03.2026 – 1 p.m.** Date of opening tender: **19.03.2026.**

(3) NIT No.: KMC/EE_PS/IV/38/B1/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Installation of High fence at Vidyasagar Park in Ward No.-38, Br.-IV.** Estimated Cost: ₹ **1,99,135.14**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **23.03.2026 – 1 p.m.**

(4) NIT No.: KMC/EE_PS/X/98/MP1/25-26R2 (3rd Call)
Name of Work: **Development and Beautification of Netaji Nagar-7 No. Park under Ward No.-98 of Br.-X under Tollyganj AC.** Estimated Cost: ₹ **2,99,884.06**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/DCE_PS/X/96/GYM_NJ/25-26R3 (4th Call)
Name of Work: **Installation of Playing equipment in various Parks situated in Ward No.-96.** Estimated Cost: **Quotation invited (Incl. GST & LWC)**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.03.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5). Date of opening tender: **27.03.2026** (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details shall be available on and from **12.03.2026 (10 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) and **14.03.2026 (10 a.m.)** (For Sl. No. 3 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-15U/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **26.02.2026** (Key No. 2322/25-26) of **Sewerage and Drainage Department** (Sl. No. 2). Last date and time of submission of Bid will be read as **23.03.2026 upto 12 Noon** instead of 11.03.2026 upto 12 Noon. **(2397/25-26)**

অফবিট

হিল স্টেশনগুলির চরিত্র ধরে রাখে তার ‘ম্যাল রোড’, পাহাড়ি শহরগুলির জন্মকথা জানেন কি?

এস. ব্যানার্জী

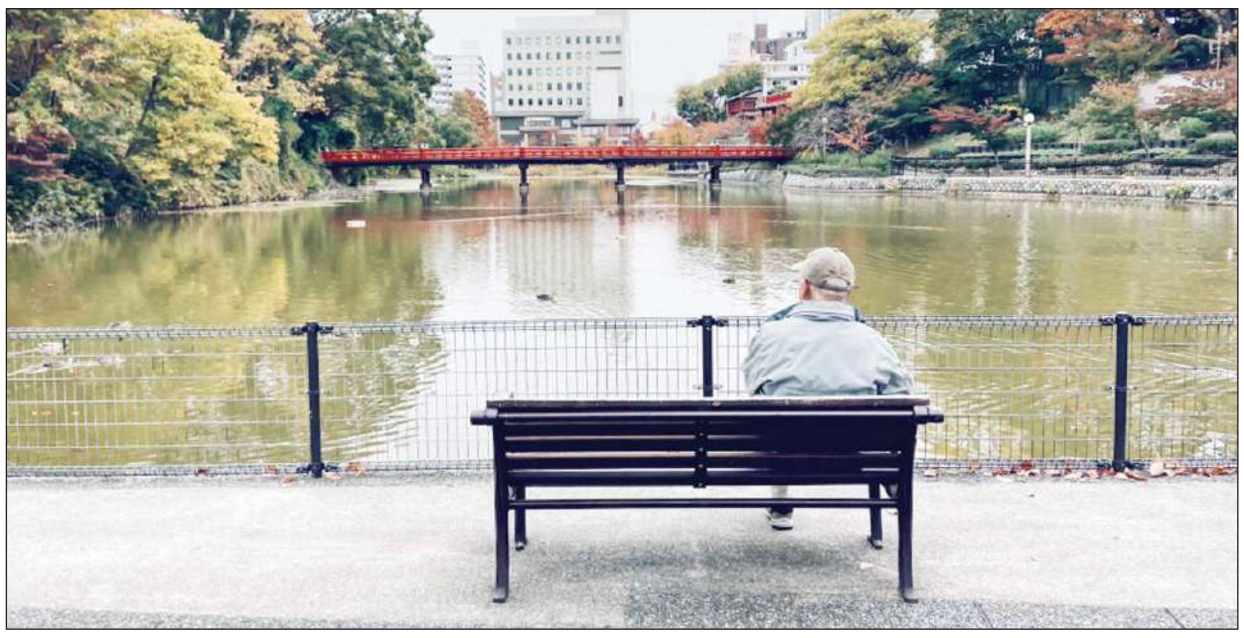

দেশের উন্নত সমাজকে চুপিসারে ঘিরে ধরছে নিঃসঙ্গতার ছায়া, ধীরে ধীরে ‘একা’ হয়ে যাচ্ছে জাপান

জাপান বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েকটি চেনা ছবি। কখনও মনে হয়, বুলেট ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, দূরে দাঁড়িয়ে আছে মহিমান্বিত মাউন্ট ফুজি। কখনও মনে পড়ে ঝলমলে আলোয় ভরা টোকিও শহরের ব্যস্ত রাস্তা। আবার অনেকের মনে জাগে এমন এক সমাজের ছবি, যেখানে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা যেন জীবনের অংশ। বিশ্বজুড়ে জাপানকে প্রায়ই এক আদর্শ আধুনিক দেশের উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। যেখানে সব ট্রেন সময় মতো আসে, শহর নিরাপদ, আর প্রযুক্তি ও ঐতিহ্য একসঙ্গে সহাবস্থান করে। কিন্তু এই ঝকঝকে ছবির আড়ালে রয়েছে আরেকটি নীরব বাস্তব - একাকিত্বের ক্রমবর্ধমান ছায়া।

● নিঃসঙ্গতা যখন জাতীয় উদ্বেগ

অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাঝেও জাপানে ধীরে ধীরে বাড়ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। অনেক মানুষ একা থাকছেন, একা খাচ্ছেন, এমনকি জীবনের বড় অংশটাই কাটাচ্ছেন খুব সীমিত সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে। এই সমস্যা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে জাপান সরকার একে জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। ২০২১ সালে জাপান সরকার নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মোকাবিলার জন্য আলাদা মন্ত্রী-পদ তৈরি করে। করোনা মহামারির সময় আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়া এবং মানুষের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সরকার এমনকি ‘Loneliness and Isolation Countermeasures Office’ নামে বিশেষ দফতরও গঠন করে, যার কাজ এই সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ এবং সমাধানের পথ খোঁজা। স্পষ্ট হয়ে যায় - নিঃসঙ্গতা আর ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি সমাজেরও এক বড় চ্যালেঞ্জ।

● ‘একলা সংস্কৃতি’র উত্থান

জাপানে সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ‘সোলো কালচার’ বা একা থাকার সংস্কৃতি। জাপানিরা এর জন্য একটি বিশেষ শব্দও ব্যবহার করেন - Ohitorisama। অর্থাৎ, একা একাই কাজ করা বা সময় কাটানো। শহরের নানা ব্যবসাও এই প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে। অনেক রেস্তরাঁয় এখন একা বসে খাওয়ার জন্য বিশেষ কাউন্টার রয়েছে। ক্যারাওকে চেইনগুলিতে একা গান গাওয়ার জন্য আলাদা কেবিন রাখা হয়। ভ্রমণ সংস্থাগুলি আয়োজন করছে একা ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ ট্যুর। এমনকি কিছু সংস্থা ‘সোলো ওয়েডিং’ প্যাকেজও চালু করেছে - যেখানে কেউ চাইলে বিয়ের পোশাক পরে পেশাদার ফটোশ্যুট করতে পারেন, সঙ্গী ছাড়াই। বারবিকিউ রেস্তরাঁয় এক ব্যক্তির জন্য আলাদা গ্রিল স্টেশন, সিনেমা হলে একক দর্শকের জন্য বিশেষ সিট, এমনকি ‘সোলো ক্যাম্পিং’-ও এখন তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়। আধুনিক জাপানে প্রায় প্রতিটি অভিজ্ঞতারই যেন একক সংস্করণ তৈরি হয়েছে।

● ‘হিকিকোমারি’ঃ বিচ্ছিন্নতার চরম রূপ

এই একাকিত্বের সবচেয়ে চরম রূপ দেখা যায় হিকিকোমোরি-তে। এই শব্দটি বোঝায় এমন মানুষদের, যারা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের ঘরে আটকে রাখেন - মাসের পর মাস, কখনও বছরের পর বছর। কাজ, পড়াশোনা, বন্ধু- সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ থেকে তাঁরা নিজেদের সরিয়ে নেন। জাপানের ক্যাবিনেট অফিসের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পেছনে রয়েছে পড়াশোনার চাপ, কর্মক্ষেত্রের কঠোর প্রত্যাশা এবং ব্যর্থতা নিয়ে সামাজিক লজ্জার মতো নানা কারণ।

● বৃদ্ধ সমাজে বাড়ছে নিঃসঙ্গতা

জাপানের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনও এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে। বিশ্বের অন্যতম প্রবীণ জনগোষ্ঠী এখন এই দেশে। জন্মহার কমছে, অনেকেই দেরিতে বিয়ে করছেন বা বিয়ে করছেন না। ফলে একা বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। গবেষণা বলছে, আগামী কয়েক দশকে একা থাকা প্রবীণ মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে। আর সেই একাকিত্ব অনেক সময় মানসিক ও শারীরিক সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

● নীরব এক সংকট

জাপানে এই নিঃসঙ্গতা সাধারণত শিরোনামে আসে না। তা ধীরে ধীরে জমে ওঠে - একজনের একা বসে খাওয়া, খালি ফ্ল্যাটের নিঃশব্দ সন্ধে, কিংবা এমন মানুষের মধ্যে যারা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। কিছু অর্থে জাপান যেন ভবিষ্যতের এক সতর্কবার্তা - উন্নত, শৃঙ্খলিত সমাজের মধ্যেও আধুনিক জীবনের নীরব একাকিত্ব কতটা গভীর হতে পারে।

ভারতে হঠাৎ হু হু করে কমছে ডিমের দাম!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। গ্যাসের দাম থেকে শুরু করে অটো ভাড়া, সবক্ষেত্রেই পকেটে পড়ছে টান। তবে ডিমের দামের ক্ষেত্রে হল উলটপুরাণ। দেশের একাধিক রাজ্যে ডিমের দাম কমে অর্ধেক। বড় বড় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। গত কয়েকদিনে ডিমের দাম কমতে কমতে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটি (এনইসিসি)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কর্নাটক জুড়ে ডিমের দাম গত কয়েক সপ্তাহে অনেকটাই কমেছে। আগে যেখানে প্রতি ডিমের দাম ছিল ৭.০৬ টাকা, মাত্র এক সপ্তাহে সেটা ৪.৬০ টাকায় নেমে এসেছে। ব্যবসায়ীদের কপালে তাই উদ্বেগের রেখা স্পষ্ট।

ইরানের যুদ্ধে ১ সপ্তাহে খরচ ১০৪১৫৬১৬৮০০০০ টাকা! দেউলিয়ার পথে আমেরিকা?

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১২ মার্চঃ দুই সপ্তাহ হতে চলল ইরানের উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে আমেরিকা। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ইরানে আক্রমণ করার মতো কিছু নেই। কিন্তু, যুদ্ধ কবে থামবে, সেই ইঙ্গিত মেলেনি। তবে, জানেন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কত খরচ হচ্ছে আমেরিকার? অস্ত্র থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী যুদ্ধের বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে আমেরিকার। প্রথম এক সপ্তাহে খরচের হিসেব জানলে আপনাদের চোখ কপালে উঠবে। রয়টার্স সূত্রে খবর, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে ১১.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। যা ভারতীয় টাকায় ১ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রথম সপ্তাহেই যদি এত খরচ হয়, তাহলে এখন খরচের পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা অনুমান করাই যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করতে চলেছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। অর্থাৎ এতদিনে খরচ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তাহলে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে কি এবার দেউলিয়া হয়ে যাবে আমেরিকা? জানা গিয়েছে, হোয়াইট হাউস শীঘ্রই যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের জন্য কংগ্রেসের কাছে একটি অনুরোধ জমা দিতে পারে। অনেকের অনুমান, ৫০ বিলিয়ন ডলারের অনুরোধ করা হতে পারে। আমেরিকার সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ইরানে ৫ হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছেন মার্কিন কমান্ডোরা। হামলা চালানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়েছে আমেরিকা। এআই-এর সাহায্যে হামলার স্থানগুলি সনাক্ত করে হামলা চালানো হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন সেনাবাহিনী যুদ্ধে ৫.৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। তার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম ১০০ ঘণ্টায় খরচ হয় ৩.৭ বিলিয়ন। এককে দিনে ৮৯১ মিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হয়েছে। প্রথম দফার হামলায় মার্কিন বাহিনী এজিএম-১৫৪ গ্লাইড বোমা ব্যবহার করেছিল। যার প্রতিটির দাম ৮ লাখ ডলারের বেশি। দুই দশক আগে এই ধরনের প্রায় ৩ হাজার বোমা সংগ্রহ করেছিল মার্কিন নৌবাহিনী। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের উপর যৌথভাবে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। দুই দেশের যৌথ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, জামাইয়েরও মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে সাধারণ নাগরিকেরও। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন, যুদ্ধ শীঘ্রই থামতে চলেছে। ইরানে আক্রমণ করার মতো আর কিছু নেই। যুদ্ধ খুব ভাল চলেছে। আমেরিকা সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। একপ্রকার যুদ্ধে আমেরিকার জয় হয়েছে। তাই তিনি যখনই চাইবেন, তখনই যুদ্ধ থামবে। এদিকে, ইরান যুদ্ধ থামাতে তিনটি শর্ত দিয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Awadhesh Kr Singh (old name) son of Kamala Kanta Singh, residing at 10/2, K. C. Sen Road, Sadhan Kanan, P.O. - Morepukur, Hooghly – 712250, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Awadhesh Kumar Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit SL No. 9, dated 12/03/2026. Awadhesh Kr Singh (old name) and Awadhesh Kumar Singh (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Palash kumar Bhowmick পিতা Guiram Bhowmick ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ পূর্ব তাজপুর থানা - খানাকুল, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৬১৬ পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Palash kumer Bhowmick এবং পিতা Guiram Bhowmick, ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Palash Bhowmick পিতা, G. Bhowmick হইয়াছে গত ১২-০৩-২০২৬ তারিখে (SL-NO-4516) এলাটি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী কোর্টে এফিডেভিট বলে Palash kumer Bhowmick S/O Guiram Bhowmick এবং Palash Bhowmick S/O G. Bhowmick উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে।

CHANGE OF NAME

I, ACHHIYA MONDAL W/O IBRAHIM MONDAL R/O VILL FULBARI PURBA P.O + P.S. HANSKHALI DIST NADIA PIN 741505 MY SON ALAMGIR MONDAL HIS NAME HAS BEEN WRONGLY WRITTEN IN HIS AADHAAR CARD AS ALMAGIR MANDAL. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 10-3-26 MY SON ALAMGIR MONDAL AND ALMAGIR MANDAL BOTH ARE SAME PERSON. SK ACTOAL NAME IS ALAMGIR MONDAL.

CHANGE OF NAME

I, PRADIP DASGUPTA S/O LATE HARI PADA DASGUPTA RESIDING AT J.N. ROY LANE PO KRISHARGAR P. S KOTWALI DIST NADIA. PIN - 741101 THAT I PRADIP DASGUPTA AND PRADIP KUMAR DASGUPTA IS ONE AND SAME IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 5/3/2026

CHANGE OF NAME

I ASLAM SEKH (old name) S/O- Manjel Sk Resident of Tangra,P.O-Maheshganj,P.S-Nabadwip, Dist- Nadia,W.B,Pin-741315 do hereby declare that I have changed my name from ASLAM SEKH(old name) to ASLAM SK(new/correct name) and henceforth I shall be Known as ASLAM SK (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.1583 sworn In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Nadia , on Date-11/03/26, ASLAM SK (new/correct name) and ASLAM SEKH (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I TAPAN KUMAR DOLAI S/o-Ajit Dolai Residing at Vill.& P.O-Dehimondalghat,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711301,W.B, do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is TAPAN KUMAR DOLAI,That due to Inadvertence my nick name has been wrongly written in my Voter List in the year of 2002 Vide 172 Shyampur Constituency Vide Part No.125,Serial No.xxx,as GOPAL DOLAI in place of my actual name is TAPAN KUMAR DOLAI,That TAPAN KUMAR DOLAI and GOPAL DOLAI S/o-Late Ajit Dolai of above address is the same and one identical person. In the court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Uluberia,W.B,Date-20/01/26,

CHANGE OF NAME

I, Lutfar Rahaman (Old name) S/o- Abdul Ajij Sarkar, Resident at, Vill-Pirtala, Po-Uparfatepur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, 742148, I have changed my name Lutfar Rahaman to Md Lutfar Rahaman (New name) I shall be known as Md Lutfar Rahaman vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/03/2026 Md Lutfar Rahaman & Lutfar Rahaman same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rejina (Old name) W/o- Md Lutfar Rahaman, Resident at, Vill-Pirtala, Po-Uparfatepur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, 742148, I have changed my name Rejina to Rejina Bibi (New name) I shall be known as Rejina Bibi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/03/2026 Rejina Bibi & Rejina same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Mohasinul Islam (old name) Son of Late Sk Mossaraf Ali, residing at Panchberia, Barabari, Laksmanpur, Jangipara, Hooghly Pin-712404, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Moshinul Islam (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 12/03/2026. Sk Mohasinul Islam(old name) and Sk Moshinul Islam (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sonia Khatoon (old name) Doughter of Sk Sultan , residing at 11/1,Topsia Road South po.Gobindo Khatick Road Ps.Topsia Kolkata Pin- 700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Soniya Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, video an affordable, dated 12/03/2026. Soniya Bibi (New Name) and Sonia Khatoon (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAM KUMAR MUNDHARA (Old Name) S/O INDIRA DEVI MUNDHRA Residing at 266 SK. Deb Road, Radha Court, Lake Town, Kolkata-700048. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as RAM MUNDHRA (New name), as declared before the Notary Kolkata vide affidavit no 31/2025 dated 19/05/2025 RAM KUMAR MUNDHARA (Old Name) and RAM MUNDHRA (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, BINA RANI SARKAR (Old Name) W/O JAYDEB SARKAR Residing at NEWPURBACHAL, KALIBARI ROAD, NABANAGAR, HALISAHAR, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, -743136. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as BINA SARKAR (New name), as declared before Judicial Magistrate 1st Class Barrackpore Dated 11/02/2026 (Sl. No. - 1179) BINA SARKAR (New Name) and BINA RANI SARKAR (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, INDIRA DEVI MUNDHARA (Old Name) W/O Late GOPAL DAS MUNDHRA Residing at 266 SK. Deb Road, Radha Court, Lake Town, Kolkata-700048. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as INDIRA DEVI MUNDHRA (New name), as declared before the Notary Kolkata vide affidavit no 31/2025 Dated 19/05/2025 INDIRA DEVI MUNDHARA (Old Name) and INDIRA DEVI MUNDHRA (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chand Mohammad Malik (Old Name) S/O–Kased Ali Sk resident of Vill-Gobindapur, Po-Plassey, Ps-Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Chand Mohammad Malik to Chand Mahammad Sk and henceforth I shall be known as Chand Mahammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/03/2026. My name Chand Mahammad Sk & Chand Mohammad Malik both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nur Hassan Ali (Old Name) S/O–Badaredoja Sk residing at Vill & PO-Eroali, PS-Khargram, Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Nur Hassan Ali to Nur Hasan Sk and henceforth I shall be known as Nur Hasan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Nur Hasan Sk & Nur Hassan Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Badredoja Sk (Old Name) S/O–Janbar Sk residing at Vill & PO-Eroali , PS-Khargram, Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Badredoja Sk to Badaredoja Sk and henceforth I shall be known as Badaredoja Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Badaredoja Sk & Badredoja Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul rahaman Sekh (Old Name) S/O–Nababjan Sekh residing at Vill-Hijuli Muslimpara, PO-Baganchra, PS-Santipur, Nadia, West Bengal 741404 do hereby declared that I have changed my name from Abdul rahaman Sekh to Abdulrahman Sekh and henceforth I shall be known as Abdulrahman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Abdulrahman Sekh & Abdul rahaman Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Parimal Kumar Pal , my father's (Old Name) Brojomohan Pal residing at Vill & PO-Amlai , PS-Bharatpur , Murshidabad, West Bengal 742301 do hereby declared that I have changed my father's name from Brojomohan Pal to Braja Mohan Pal and henceforth my father's name shall be known as Braja Mohan Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My father's name Braja Mohan Pal & Brojomohan Pal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Parimal Pal (Old Name) S/O– Braja Mohan Pal residing at Vill & PO-Amlai, PS-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal 742301 do hereby declared that I have changed my name from Parimal Pal to Parimal Kumar Pal and henceforth I shall be known as Parimal Kumar Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/03/2026. My name Parimal Kumar Pal & Parimal Pal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Madhab Nath @ Madhabchandra Nath S/O- Radha Raman Nath, resident of Vill+P.O.- Bohar, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713430, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'MADHAB CHANDRA NATH' in all purpose vide affidavit No-1195, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 12/03/2026. That Madhab Nath, Madhabchandra Nath and Madhab Chandra Nath all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ariful Hossoin Mandal(Old Name) S/o Sorab Mandal(Old Name) residing at Vill.-Bikrampur, PO.-Panchberia, P.S. Gopalnagar, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARIFUL HOSSAIN MANDAL (New Name) S/o SORAB MANDAL(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 11/03/2026. Ariful Hossoin Mandal S/o Sorab Mandal and ARIFUL HOSSAIN MANDAL S/o SORAB MANDAL all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rahima Khatoon(Old Name) W/o Sayed Ali Mondal D/o Mannan Mondal residing at Vill.-Chitrangapur, PO.-Ambikapur Mamudpur, P.S. Gopalnagar, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rahima Mondal(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 11/03/2026. Rahima Khatoon and Rahima Mondal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি আবীর দাস, পিতা-খোকনদাস, গ্রাম-চৌহাটি প্রমোদনগর, চৌহাটী, থানা-সোনারপুর, জেলা-২৪ পরগনা(দঃ) গত ১৫.১২.২০২৫ বিধাননগর কোর্টের, 1st Class ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের এফিডেভিট বলে, হরি দাস পিতা-খোকন চন্দ্র দাস হইতে আবীর দাস রূপে গণ্য হইলাম। আমার সমস্ত বর্তমান নথিপত্রে হরিদাস পিতা খোকন চন্দ্র দাস এবং আবীর দাস পিতাঃ খোকনদাস একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইল।

CHANGE OF NAME

I, Ela Nandi, W/o Manoranjan Nandi, residing at Vill Udayan Pally, P.O. Prithiba, P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Ela Nandi to Ila Nandi and henceforth I shall be known as Ila Nandi in all purpose vide affidavit No 6396. sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 20/2/2026. Ila Nandi and Ela Nandi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asimananda Roy (Old Name) S/o Ahibhushan Ray Residing at 3/16, Viveknagar, Jadavpur District - Kolkata, Pin - 700075, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashimananda Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2026. Asimananda Roy (Old Name) and Ashimananda Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sairabanu Beya (Old Name) W/o Arif Sekh Residing at Vill - Madhya Sitakundu, P.o - Sitakundu, Baruipur - 743387, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sairabanu Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-03-2026. Sairabanu Beya (Old Name) and Sairabanu Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subaash Sultaniaa (Old Name) S/o Late Ram Niranjan Sultania Residing at 6/17, Brijdham Housing Complex, 255, Canal Street, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subhash Chandra Sultania (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-03-2026. Subaash Sultaniaa (Old Name) and Subhash Chandra Sultania (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Moslema Bagum (Old Name) W/o Md Jamaluddin Residing at Uttar Kumrakhali Pratapgarh, Kamalgazi, Rajpur Sonarpur (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Moslema Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 64/2026 Dated 12-03-2026. Moslema Bagum (Old Name) and Moslema Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Jamaluddin, Md Jamal Uddin (Old Name) S/o Abdur Rahaman Residing at Uttar Kumrakhali Pratapgarh, Kamalgazi, Rajpur Sonarpur (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Jamaluddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 63/2026 Dated 12-03-2026. Mohammed Jamaluddin, Md Jamal Uddin (Old Name) and Md Jamaluddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asadulla Sardar (Old Name) S/o Sahadat Sarder Residing at Chandnagar, Uttarmohanpur, Mohanpur, Chandannagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Asadulla Sarder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 65/2026 Dated 12-03-2026. Asadulla Sardar (Old Name) and Asadulla Sarder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Karim Molla S/o Churman Molla Residing at Vill - Gangacheri, P.o - J.S. Bad, P.s - Jibantala, District - South 24 Parganas, Pin- 743376, West Bengal India, that my minor son who previously known as Mahdi Hasan (Old Name) shall henceforth be known as Mehedi Hasan Molla (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 Parganas vide affidavit no 7237/26 dated 24-02-2026. I declare that my minor son Mahdi Hasan (Old Name) and Mehedi Hasan Molla (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shib Shankar Sharma, Shib Sankar Sharma (Old Name) S/o Late Lalmoni Sharma Residing at 1847, Naskarhat Road, P.o - Tiljala, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shio Shankar Sharma (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata no 4098 vide affidavit Dated 07-01-2026. Shib Shankar Sharma, Shib Sankar Sharma (Old Name) and Shio Shankar Sharma (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Qaisar Alam (Old Name) S/o Faqir Mohammad Residing at 89/1 Cowies Ghat Road, P.o - Shibpur, P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Qaiser Alam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-03-2026. Mohammad Qaisar Alam (Old Name) and Md Qaiser Alam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saina (Old Name) W/O–Kutubuddin Sarkar residing at High Schoolpara , Jiaganj , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Saina to Saina Bibi and henceforth I shall be known as Saina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/03/2026. My name Saina Bibi & Saina both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Partha Chunari (old name) S/o- Kalipada Chunary residing at Mokampara, Mokampara, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741150 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PARTHA CHUNARI to PARTHA CHUNARY and henceforth I shall be known as PARTHA CHUNARY (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/03/2026. PARTHA CHUNARI (old name) and PARTHA CHUNARY (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Atanu Mondal S/o Ananda Mohan Mondal Residing at B/269, Anandadeep Cooperative Society, 3rd Floor, Kalyani, District - Nadia, Pin- 741235, West Bengal India, that my minor daughter who previously known as Rayashree (Old Name) shall henceforth be known as Rayashree Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 10-03-2026. I declare that my minor daughter Rayashree (Old Name) and Rayashree Mondal (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajay Saraf (Old Name) S/o Sitaram Saraf Residing at Flat No - 4, 1st Floor, 369/A, S.N Roy Road, Sahapur, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Saraf (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Ajay Saraf (Old Name) and Ajay Kumar Saraf (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sunanada Manna (Old Name) W/o Swapan Manna Residing at 70, Lotus Park, P.o - Naktala, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sunanda Manna (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 12-03-2026. Sunanada Manna (Old Name) and Sunanda Manna (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ronibabu Dalal (Old Name) S/o Bazlur Rahaman Dalal Residing at Vill+P.o - Hakimpur, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743273, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Roni Dalal (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat no 10230 vide affidavit Dated 18-02-2026. Ronibabu Dalal (Old Name) and Roni Dalal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Selina Khatun Begum (Old Name) W/o Quazi Khaliqur Rahman Residing at 5C, Gobra Road, 2nd Floor, P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Begum Salina Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Selina Khatun Begum (Old Name) and Begum Salina Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Venu Saraf (Old Name) W/o Ajay Kumar Saraf Residing at Flat No - 4, 1st Floor, 369/A, S.N Roy Road, Sahapur, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Venu A Saraf (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Venu Saraf (Old Name) and Venu A Saraf (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি অরুন কুমার পাল (পুরাতন নাম) পিতা মন্টু পাল গ্রাম পালপাড়া ভাতজাংলা পোস্ট ভাতজাংলা, পি.এস-কোতয়ালী জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১১০২ পঃবঃ ভারত ১৩.১১.২০২৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর নদীয়া কোর্টের ১৭৮৪৭ নং এফিডেভিটে অরুণ কুমার পাল (পুরাতন নাম) ও অরুন পাল (নতুন নাম) উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Esrail Shaikh (Old Name) S/O–Kaifat Sekh resident of Vill & Po-Paikmari , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Esrail Shaikh to Esrail Sekh and henceforth I shall be known as Esrail Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M Domkal court on 08/01/2026. My name Esrail Sekh & Esrail Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Siraj Ali Mohammad (Old Name) son of Late Habibar Rahaman Resident of ,Patuli,Abdalpur,Madhyamgram,Dist-North 24 Parganas,Pin-700155. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as MD Siraj Ali (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11.03.2026.That Siraj Ali Mohammad (Old Name) and MD Siraj Ali (New Name) both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tafseer Shadan (old name) wife of Mohammed Shamim, residing at 40A, Gulam Jilani Khan Road, P.S – Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tafseer Shadan Ahmed (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide affidavit no. 33951, dated 08/06/2015. Tafseer Shadan (old name) and Tafseer Shadan Ahmed (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kutubuddin Saikh (Old Name) S/O–Basiruddin Sarkar residing at High Schoolpara , Jiaganj , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Kutubuddin Saikh to Kutubuddin Sarkar and henceforth I shall be known as Kutubuddin Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/03/2026. My name Kutubuddin Sarkar & Kutubuddin Saikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kumar Halder (Old Name) S/O–Atul Chandra Halder residing at Ward No-4, Coopers Camp, Ranaghat , West Bengal 741232 do hereby declared that I have changed my name from Santosh Kumar Halder to Santosh Halder and henceforth I shall be known as Santosh Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/03/2026. My name Santosh Halder & Santosh Kumar Halder both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Firoj Ansari son of Late Sahabuddin Ansari Resident of 11,Bhabataran Ganguly Lane, P.O & P.S-Bally,Dist-Howrah,Pin-711201.,W.B.That my actual and correct name is Firoj Ansari which is recorded in my Aadhaar Card vide no-4694 7822 2350 and Voter Identity Card vide no-NAM0023549.That my nick name is MD Alam and my father is MD Sahabuddin which is wrongly recorded in my E.S.I Identity Card instead of my and my father's actual and correct name is Firoj Ansari son of Late Sahabuddin Ansari.That MD Alam son of MD Sahabuddin and Firoj Ansari son of Late Sahabuddin Ansari both are the same and one identical person vide an affidavit no-2412,Dated on-11.03.2026 sworn before the LD 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

CHANGE OF NAME

I, Binay Kr Singh (old name) son of Awadhesh Kumar Singh, residing at 10/2, K. C. Sen Road, Sadhan Kanan, P.O. - Morepukur, Hooghly – 712250, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Binay Kumar Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit SL No. 8, dated 12/03/2026. Binay Kr Singh (old name) and Binay Kumar Singh (new name) both are same and one identical person.

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাব দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে, কমানো হয়েছে ভোগ প্রসাদের পরিমাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১২ মার্চ ঃ দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে সাম্প্রতিক গ্যাস সংকটের প্রভাবে ভক্তদের জন্য প্রতিদিনের প্রসাদ পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্যাস সরবরাহ সীমিত হওয়ায় আপাতত দৈনিক ১০০০-১২০০ জনের পরিবর্তে মাত্র ২০০-২৫০ জনের জন্য প্রসাদ তৈরি করা হচ্ছে। তবে মন্দিরে জগন্নাথদেবের ভোগ রান্নায় কোন ছেদ পড়েনি। গ্যাস না থাকলে বিকল্প হিসেবে কাঠের উনুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে নিয়মিত ভোগ বন্ধ না হয়। দিঘা জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাধারমণ দাস সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বর্তমানে মন্দিরে যে পরিমাণ গ্যাস মজুত ছিল, তা ব্যবহার করেই প্রভুর ভোগ রান্না করা হচ্ছে। পাশাপাশি কাঠের সাহায্যে রান্নার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আমরা চাই নিয়ম মেনে দৈনন্দিন ভোগ চলুক। তিনি আরও জানান, গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হলেই আবার পূর্বের মত ভক্তদের জন্য বড় পরিমাণে প্রসাদ প্রস্তুত করা হবে। মন্দিরের এই পদক্ষেপে ভক্তদের মধ্যে কিছুটা সীমাবদ্ধতা তৈরি করলেও, প্রধান ভোগ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব স্থানীয় পর্যটন ক্ষেত্রেও পড়েছে। দিঘা, শংকরপুর, মন্দারমণি ও তাজপুরের পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটন ব্যবসায়ীরাও প্রভাব অনুভব করছেন। হোটেল মালিকদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, যদি গ্যাস সরবরাহ ঠিকমতো না হয়, তাহলে পর্যটন ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, দিঘার পর্যটন মূলতঃ পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল। গ্যাস রিফিলিং না হলে, পর্যটন ব্যবসায় বিরাট প্রভাব পড়বে। তবে এখনো দিঘায় পরিস্থিতি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। পরিস্থিতি সংকটজনক হলেও আমরা আশা করি তা দ্রুত সমাধান হবে। শিল্পতালুক হলদিয়ার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানও গ্যাস রিফিলিং নিয়ে চিন্তিত। স্থানীয় প্ল্যান্টগুলো এই মুহূর্তে সঠিকভাবে উৎপাদন চালাতে পারছে না। গ্যাসের অভাব থাকলে শিল্প উৎপাদনও ব্যাহত হতে পারে, যা জেলার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। তাই স্থানীয় প্রশাসন এবং গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলোর প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর রয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্যাসের সীমিত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ভক্তদের জন্য প্রধান ভোগে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। যেকোনও পরিস্থিতিতে মন্দিরের নিয়মিত ভোগ চালিয়ে নেওয়ার জন্য কাঠের উনুনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মন্দির প্রশাসন এবং ট্রাস্টি বোর্ড এই সংকটকে সামাল দেওয়ার জন্য একযোগে কাজ করছে। সর্বোপরি, দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে গ্যাস সংকটের প্রভাব স্পষ্ট হলেও, মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পর্যটন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হলে পরিস্থিতি আগের মতো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

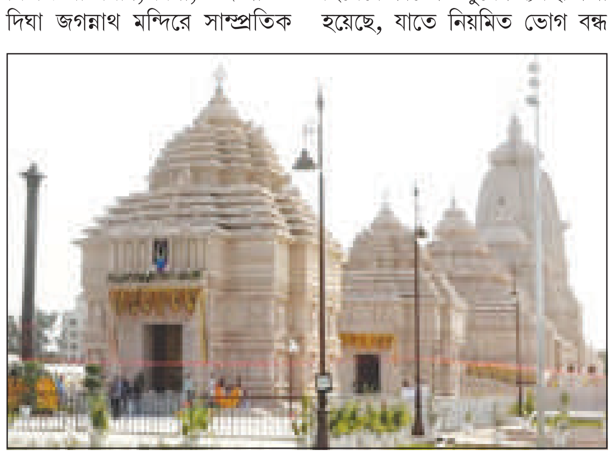

প্লাস্টিক কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১২ মার্চ ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশেই প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা থেকে বের হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া ও তীব্র দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বোলপুরের সুপুর গ্রামের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই কারখানার সামনে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের দাবি, জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে অবিলম্বে কারখানাটি সরিয়ে নিতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহু বছর ধরে ওই এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। সেখানে শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা নিয়মিত সরকারি পরিষেবা পেয়ে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অঙ্গনওয়াড়ির পাশেই একটি প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গড়ে ওঠে। এরপর থেকেই দূষণের সমস্যা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য এনে ওই ইউনিটে জমা করা হয় এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় তীব্র দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। এর ফলে অঙ্গনওয়াড়িতে আসা শিশুদের মধ্যে কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। একই সঙ্গে গর্ভবতী মহিলারাও সমস্যায় পড়ছেন। গ্রামবাসীরা জানান, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিস্ফোরণে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১২ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লা ডিপো এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি গ্যারেজে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা শেখ নিজামউদ্দিনের গ্যারেজে একটি তেল কোম্পানির ট্যাঙ্কার গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে ঝালাইয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গ্যারেজের টিনের ছাউনি উড়ে যায় এবং আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে বজবজ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি এবং প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা বিস্তারিতভাবে জানাতে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কে চিঠি দিয়েছে। দলের সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল আগামী সপ্তাহে তার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে উল্লেখ করে চিঠিতে সেই জন্য তার কাছে সময় চাওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য এর আগে একই ইস্যুতে তৃণমূলের তরফে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়া হলেও তিনি এখন সময় দিতে পারবেন না বলে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে দলকে জানানো হয়েছিল।

সদ্য নির্মিত জাতীয় সড়ক ধসে পরার প্রতিবাদে পথ অবরোধ জামালপুর ব্লক তৃণমূলের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ মার্চ ঃ সদ্য নির্মিত জাতীয় সড়কের একটি অংশ ধসে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে সরব হলো তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন দলীয় নেতৃত্ব। জানা যায়, বুধবার মেমারী থানার অন্তর্গত সরডাঙ্গা এলাকার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নির্মিত একটি অংশ হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনাক্রমে সেই সময় ওই অংশ দিয়ে কোনও গাড়ি যাতায়াত করছিল না। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। তবে ব্যস্ত এই সড়কে এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দলীয় নির্দেশে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকেরা বর্ধমান ও কলকাতা-দুই দিকের রাস্তাই অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জেলা এস টি সেলের সভাপতি তারক টুডু, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার সহ বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে। নিম্নমানের কাজের জন্যই রাস্তার এই অবস্থা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। এই ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাব চাই। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ব্লকের মধ্যে জাতীয় সড়কের যেসব অংশ রয়েছে সেখানেও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করার দাবিও তোলেন তিনি। জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক দাবি করেন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। অবিলম্বে ঠিকাদারের লাইসেন্স বাতিল করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। একই সুরে শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল বলেন, নিম্নমানের কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না। অবরোধস্থলে জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। যদিও পালসিটে জাতীয় সড়কের উড়ালপুলের গার্ডওয়াল ধ্বস নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি। বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত তা এই ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছেন।

বালুরঘাটে তীব্র জলসঙ্কট, ওয়াটার এটিএম স্থাপনের পরিকল্পনা পৌরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১২ মার্চ ঃ বালুরঘাট শহর জুড়ে তীব্র জলসঙ্কট। আত্রেয়ী নদীর জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ফলে বালুরঘাটে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। পৌরসভার তরফে ইতিমধ্যেই মাইকিং করে শহরবাসীকে সচেতন করা হয়েছে। সামনেই বিধানসভা ভোট। নির্বাচনের মুখে ক্রমবর্ধমান জল সঙ্কটের মোকাবিলা করছে বালুরঘাটবাসী। পানীয় জলের হাহাকার মেটাতে বড় ঘোষণা পৌরসভার। বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজিত সাহা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওয়াটার এটিএম স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সদের বৈঠকে ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যানের এই প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে। চেয়ারম্যান সুরজিত সাহা জানান, জলের এমন আকালের মাঝে ওয়াটার এটিএম স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। এই ওয়াটার এটিএম থেকে বোতলে কিংবা ড্রামে জল ভর্তি করতে পারবেন বাসিন্দারা। সাশ্রয়ী মূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করবে ওয়াটার এটিএম। বিশুদ্ধ পানীয় জল পেয়ে একদিকে যেমন উপকৃত হবেন বালুরঘাটবাসী, অন্যদিকে ওয়াটার এটিএম বসানো হলে পৌরসভার আয় বাড়বে। ওয়াটার এটিএম স্থাপনের জন্য চারটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা সরাসরি পৌর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হবে জানান চেয়ারম্যানের। গত বছর বিধানসভা ভোটের আগে বালুরঘাটের তৎকালীন চেয়ারম্যান শহর বটলিং প্ল্যান্ট গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সেই লক্ষ্যে জমিও চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভোট পার হয়ে গেলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজিত সাহা শহরে ওয়াটার এটিএম স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

পুরুলিয়ার মিষ্টির বাজারে এখন আধুনিক যন্ত্রের দাপট, লাভের মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১২ মার্চ ঃ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এখন মিষ্টি তৈরির পদ্ধতিতেও এসেছে বড় পরিবর্তন। আগে যেখানে পুরো প্রক্রিয়াটি নির্ভর করত শ্রম ও সময়ের উপর, এখন সেখানে মেশিনের ব্যবহারে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে তৈরি করা যাচ্ছে নানা ধরনের মিষ্টি। আধুনিক

অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে মিষ্টি তৈরি হওয়ায় কাজ যেমন দ্রুত হচ্ছে, তেমনি পণ্যের মানও আগের তুলনায় অনেক বেশি স্থির ও উন্নত থাকছে। আর এর ফলে লাভের মুখ দেখছেন সবাই। বর্তমানে আধুনিক বয়লার মেশিন এবং উন্নত প্রযুক্তির চুলো ব্যবহার করে অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ মিষ্টি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এই ধরনের মেশিনে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই এক হাজারেরও বেশি মিষ্টি তৈরি করা যায়। ফলে বড় অর্ডার বা উৎসবের সময়েও চাহিদা মেটানো এখন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরে অবস্থিত মতিবালা মিষ্টি মহলেও বর্তমানে এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিষ্টি তৈরি করা হচ্ছে। এখানকার মিষ্টি তৈরির এক কারিগর জানান, এই প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের কাজকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে। আগে যেখানে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগত, এখন সেখানে কম সময়েই বেশি পরিমাণে মিষ্টি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে জ্বালানির খরচও অনেকটাই কমে গেছে। অত্যাধুনিক কাঠের চুলোতে সুষম তাপ দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে মিষ্টি তৈরির সময় কড়াইয়ের নিচে পোড়ার আশঙ্কা থাকে না এবং একসঙ্গে অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি তৈরি করা যায়। দ্রুত ও সঠিক তাপমাত্রায় ছানা তৈরি করার জন্য বড় কড়াই এবং আধুনিক চুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মিষ্টির গুণমান ও স্বাদ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মিষ্টি কিনতে আসা ক্রেতাদের মধ্যেও এই আধুনিক পদ্ধতির মিষ্টি নিয়ে সন্তুষ্টি দেখা যাচ্ছে। ক্রেতারা জানান, এই বয়লার মেশিনে তৈরি মিষ্টি খেতে খুবই নরম ও সুস্বাদু। স্বাদেও আলাদা একটা ভাল লাগা রয়েছে। বয়লার মেশিনের মাধ্যমে অটোমেটিক পদ্ধতিতে মিষ্টি তৈরির ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি মিষ্টির মান ও স্বাদ একইরকম থাকছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এখন মিষ্টি তৈরির পুরো প্রক্রিয়াই হয়ে উঠছে আরও দ্রুত, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত, যা ভবিষ্যতে মিষ্টি শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে উপলক্ষ্যে কলকাতার মণিপাল হসপিটাল কিডনি সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ জে এন গুপ্ত, ডাঃ রঞ্জন সরকার, ডাঃ উৎপল সেনগুপ্ত, ডাঃ কুনাল সরকার ও ডাঃ অর্ঘ্য মজুমদার। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন মন্ত্রী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ মার্চ ঃ বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা না হলেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার কার্যত শুরু হয়ে গেছে। দেওয়াল লিখন, সভা- সমাবেশ ও

জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমেছে সব দলই। এমনই এক ছবির দেখা মিলল বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ফকিরতলা এলাকায়। সেখানে ৩৩ নম্বর বুথে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখনে অংশ নিতে দেখা গেল এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ -কে। এদিন বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা দেওয়াল লিখনের কাজ করছিলেন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেও দেওয়াল লিখনে অংশ নেন মন্ত্রী। কর্মীদের উৎসাহ দিতে কিছুটা সময় তাদের সঙ্গেই কাটান তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপন দেবনাথ বলেন, কর্মীরা দেওয়াল লিখনের কাজ করছিলেন, তাই তাদের সঙ্গে একটু হাত মেলালাম। দলীয় কর্মীরা খুব উৎসাহ নিয়ে কাজ করছেন। পাশাপাশি এদিন তিনি বিরোধী দলগুলিকে তীব্র কটাক্ষও করেন। তার অভিযোগ, বিরোধী নেতাদের এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো বা এলাকার উন্নয়নের কাজে তাদের তেমন ভূমিকা নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এলপিজি সংকটে স্কুলে কাঠের জ্বালানিতে মিড ডে মিলের রান্না, সমস্যায় কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১২ মার্চ ঃ এলপিজি গ্যাসের সংকটের জেরে এবার প্রভাব পড়ল স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নায়। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিক স্কুলে গ্যাসের পরিবর্তে কাঠের জ্বালানিতে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন মিড ডে মিল কর্মীরা। এতে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন কর্মীরা। বসিরহাটের সাইপালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। সেখানে শিশুশ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য প্রতিদিন মিড ডে মিল রান্না করা হয়। বৃহস্পতিবার পর্যাপ্ত এলপিজি গ্যাস সরবরাহ না থাকায় বর্তমানে কাঠের জ্বালানিতে রান্না করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিলয় সরকার জানান, গ্যাসের সাপ্লাই ঠিকমতো না থাকায় বাধ্য হয়ে কাঠের জ্বালানিতে রান্না করা হচ্ছে। তবে কোনওভাবেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মিড ডে মিল এক কর্মী বলেন, সাধারণত গ্যাসে রান্না হওয়ায় স্কুলে কাঠ মজুত থাকে না। কিন্তু বাচ্চাদের খাবার দিতে হবে বলেই বাধ্য হয়ে কাঠ জোগাড় করে রান্না করতে হচ্ছে। তবে কাঠের দামও বাড়ছে বলে জানান তিনি। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে মিড ডে মিল চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাই দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মাদক-সহ পাচারকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাদক-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম স্বপ্না বেগম। তিনি নকশালবাড়ির খলবস্তি এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ প্রেমনগর কলোনি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় স্বপ্না বেগম নামে ওই মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় ৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। মাদক উদ্ধারের পরেই পুলিশ ওই মহিলাকে এনডিপিএস আইনের আওতায় গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই মহিলা ব্রাউন সুগারের একটি বড় চালান পৌঁছে দিতে সেখানে এসেছিলেন। এই মাদক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং এই মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার চলতি খরিফ ও রবি মরসুম ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে আজ দুপুর পর্যন্ত ৪৭ লক্ষ ২১ হাজার ৪১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। এইজন্যে ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯২৯ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন বলে খাদ্য সরবরাহ দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য নথিভুক্ত ৫৪৮ টি চাল কলে এখনও পর্যন্ত ৪৭ লক্ষ ৭ হাজার ৮০৯ মেট্রিক টন ধান পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১ নভেম্বর থেকে রাজ্যে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। এইবার ৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

তপন সিংহ স্মারক হাসপাতালে বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের চিকিৎসা বিভাগ আজ, ১২.০৩.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) তপন সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিশ্ব কিডনি দিবস পালন করেছে। এবারের বিশ্ব কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল সকলের জন্য কিডনি স্বাস্থ্য। এই উপলক্ষে একটি সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। ডাঃ এ. কে. প্রসাদ, এসিএমএস (এইচএন্ডএফডব্লিউ) শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, ডায়াবেটিস, ডিসলিপিডেমিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, তামাক ব্যবহার, উচ্চ সোডিয়াম গ্রহণ, স্থূলতা এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনধারার মতো কিডনি রোগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণগুলি তুলে ধরেন। তিনি সুস্থ কিডনি বজায় রাখার জন্য কয়েকটি সহজ পদক্ষেপের পরামর্শও দিয়েছিলেন, যেমন ভালো খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা, ধূমপান এড়ানো, স্থূলতা হ্রাস করা এবং রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস কার্যকরভাবে পরিচালনা করা। পিসিএমও ডঃ গোপা মজুমদার তার বক্তব্যে কিডনির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বের উপর জোর দেন। প্রায় ৪০ জন রেলওয়ে সুবিধাভোগী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং সচেতনতা অধিবেশন থেকে কিডনির স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য কার্যকর পরামর্শ লাভ করেন।

কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ এলাকার একাধিক মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের জমি বিক্রি করে দেওয়ার নামে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা এবং প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের রাধাবল্লভতলা এলাকার বাসিন্দা দেবাশীষ দাস (৪৪) বেশ কয়েক বছর ধরে জয়নগর ও আশেপাশের এলাকার মানুষকে তাদের জমি গাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সহায়তা করার নামে তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে তাদের জমি আত্মসা ও তাদের জমি বিক্রি করে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা করে বলে অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়া এলাকার ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ প্রদীপ চ্যাটার্জীর জমি বিক্রি করে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসা করে। তাকে ভুল বুঝিয়ে তার জমি বিক্রির জন্য সই করিয়ে নেন। এবং জমি বিক্রি করে কোনো টাকা দেয় না বলে ও অভিযোগ। আর প্রতারিত হয়ে বুধবার ওই বৃদ্ধ জয়নগর থানায় প্রতারক দেবাশীষ দাসের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। আর তার পরে অভিযোগের তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর রাধাবল্লভতলার বাড়ি থেকে দেবাশীষ দাসকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত দেবাশীষ দাসকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।ধৃত ব্যক্তির এই কাজের সাথে আর কে কে আছে, কত মানুষের সাথে এই ভাবে সে প্রতারণা করেছে সব কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আর এই জাতীয় মানুষের কাছ থেকে সচেতন থাকা উচিত সাধারণ মানুষের।

পুকুর ভরাটের অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ১২ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদীর পাড় ঘেঁষে একটি পুরনো পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোলাঘাটের কোলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্যনারায়ণ মিল পাড়ায় দীর্ঘদিনের একটি পুকুর রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা শাসক, বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিএলও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, ৬১২ ও ৬১৮ নম্বর দাগে সরকারি নথিতে এখনও ওই জায়গাটি পুকুর হিসেবেই উল্লেখ রয়েছে। তাদের অভিযোগ, বেশি অর্থের লোভে পুকুরের মালিক প্রোমোটারের মাধ্যমে পুকুর ভরাটের কাজ করাচ্ছেন। এলাকায় একটি স্কুলও রয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে পুকুরটি সংরক্ষণ করা জরুরি বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

আনুসাঙ্গিক সহ এলএইচবি বোগি ফ্রেম পরিষ্কার এবং রঙ করা

টেন্ডার নং. ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৬০০; তারিখ ঃ ১০-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁও-এ ২৪ মাসের জন্য (এসএস-১) আনুসাঙ্গিক সহ এলএইচবি বগি ফ্রেম পরিষ্কার এবং রঙ করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২৬,৭৬,২৪০/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫৩,৫০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় ০১-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVT of WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 17 of 2025-26 of E.E (A-1). Malda (A-I) Division, Malda.
Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. Supplying & Installation of 5 Star 1.5 Ton Capacity Split AC Machine for The Office Chamber of The Executive Engineer (AI), Malda (AI) Division Last Date of Application: 18.03.2026 upto 16:00 Hrs. Details may be obtained from the office.
Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Malda (A-I) Division, Malda.

OFFICE OF THE JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O.- Fusrabaid, Block-Para, Dist. – Purulia(W.B.)
Notice Inviting e-Tender No: WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II GP/ NIT(e)-05/2025-26, Dated – 12/03/2026
E-tender are invited from the bonafide contractors having experience in similar nature of works under 15 th FC/2025-26, 10 (Ten) nos. of Schemes. Last date of submission of(Online) **20.03.2026 at 6.00 PM.** Date of Opening of Technical Proposal(online): **23.03.2026 at 01.00 P.M**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN: L24230WB1982PLC034492
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেলঃ Investors@adinathblo.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathblo.com
টেলিফোনঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করার জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)/ 2026-MIRSD-POD/ I/ 3750/ 2026 অনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি / ক্রয় করা ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের সুবিধার্থে ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো চালু করা হয়েছে।
উক্ত বিশেষ উইন্ডোটিও উপলব্ধ থাকবে। এই ধরনের স্থানান্তর অনুরোধের জন্য যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথি / প্রক্রিয়া / অন্যথায় ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত / প্রত্যাবর্তন / পরিপূরণ করা হয়নি। এই বিশেষ উইন্ডোর প্রযোজ্যতা উল্লেখিত SEBI সার্কুলারে স্পষ্ট করা হয়েছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.adinathblo.com/ এ উপলব্ধ এবং বিনিযোগকারীদের জন্য এই নোটিশ সহ। এছাড়াও, এইভাবে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে স্থানান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক ইনের অধীনে থাকবে। সলড লক ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর / লেন-মার্ক / বন্ধক করা হবে না।
যোগ্য বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA), মেসার্স অ্যাড্রোল্ট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফেরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের KYC বিবরণ, যার মধ্যে রয়েছে PAN, ইমেল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্কের বিবরণ, যদি শেয়ার ডিম্যাট আকারে থাকে তবে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর সাথে আপডেট করুন, অথবা যদি শেয়ার ভৌত আকারে থাকে তবে RTA এর সাথে আপডেট করুন।
শেয়ারহোল্ডাররা investors@adinathbio.com এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের জন্য
স্বা /- সুনীল কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN: (07777351)
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১২ মার্চ, ২০২৬

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
The Forest Friendly Company
রেজি. অফিসঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLC023493

বিজ্ঞপ্তি
স্থানান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো এবং
ভৌত শেয়ারের ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)

দয়া করে মনে রাখবেন যে ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং. HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026 ("SEBI CIRCULAR") অনুসারে ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট) এর জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিশেষ উইন্ডোর এই সুবিধাটি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি / ক্রয় করা ভৌত সিকিউরিটিগুলির ট্রান্সফার এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট) জমা দেওয়ার জন্য। জমা দেওয়ার প্রযোজ্যতার বিষয়ে দয়া করে নীচের ম্যাট্রিক্সটি দেখুনঃ

হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের তারিখ	১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করেছেন?	মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র কি পাওয়া যাবে?	বর্তমান উইন্ডোতে জমা দেওয়ার যোগ্য?
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে	না (এটি নতুন থাকার ব্যবস্থা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে	হ্যাঁ (এটি আগে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত দেওয়া হয়েছিল)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে	হ্যাঁ	না	না
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে	না	না	না

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, মূল সার্টিফিকেট(গুলি) এবং ট্রান্সফার ডিড এবং প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথিপত্রের সাথে থাকা অনুরোধগুলি কেবলমাত্র এই বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনা করা হবে। এইভাবে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইনের অধীনে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক করা হবে না।
উপরোক্ত বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০০১-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮ ইমেল আইডিঃ contact@mdplcorporate.com

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-
কোমল ধ্রুব
কোম্পানি সচিব
সদস্যতা নংঃ A41850
কলকাতা
মার্চ১২, ২০২৬

পূর্বঘোষিত ১ কোটি টাকা দিতে নারাজ আইএসএল ক্লাবগুলি

নয়াদিল্লি, ১২মার্চঃ দীর্ঘ ডামাডোলের পর অবশেষে শুরু হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএল। যদিও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই অব্যাহত আইএসএলের ক্লাবগুলির। আগেই চিঠি দিয়ে পূর্বঘোষিত ১ কোটি টাকা দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আইএসএলের ক্লাবগুলি। যদিও সেই তালিকায় নেই জামশেদপুর এফসি এবং নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। তবুও এখনও নির্বিকার কেন ফেডারেশন? উঠছে হাজারও প্রশ্ন। সম্প্রতি ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণকে চিঠি দিয়ে আইএসএলের জামশেদপুর এফসি এবং নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ছাড়া ১২টি ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়, যদি ফেডারেশন মনে করে আইএসএল শুধুমাত্র ফেডারেশনের লিগ, তাহলে ফেডারেশনকেই নিতে হবে পুরো আর্থিক দায়ভার। যদি এই লিগের

অংশীদারিত্ব পায় ক্লাবগুলোও, তাহলে লিগ পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্লাবগুলির কথাকেও মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু ক্লাবগুলোর সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করা হয় না। আলোচনা ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছা মতো দীর্ঘমেয়াদি মার্কেটিং রাইটস দেওয়ার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ক্লাবদের এমন মনোভাব জানার পরও নির্বিকার ফেডারেশন কর্তারা। কান পাতলে ভারতীয় ফুটবলের অন্দরে শোনা যাচ্ছে, দুই কারণে নির্বিকার ফেডারেশন। ১. যেভাবেই হোক ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শেষ করাই প্রাথমিক এবং একমাত্র লক্ষ্য ফেডারেশনের। ২. কমার্শিয়াল পার্টনার নিয়ে। বলে রাখা ভালো, আইএসএল শুরুর আগে ঠিক করা হয়েছিল, শর্ট টার্ম আইএসএল চালানোর জন্য গঠন করা হবে গভর্নিং কাউন্সিল। গভর্নিং কাউন্সিল ঠিক করতে আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির কাছে প্রস্তাবিত চ্যাটার পাঠিয়েছে ফেডারেশন। চ্যাটারে রয়েছে আইএসএল খেলার জন্য প্রত্যেকটি ক্লাব ১ কোটি টাকা করে দেবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চ্যাটারে সই করেনি ক্লাবগুলি।

লাল হলুদ শিবিরের জন্য সুখবর, চোট সারিয়ে মাঠে ফিরছেন ক্রেসপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চঃ ইস্টবেঙ্গল চলতি আইএসএলের শুরুটা ভালোই করেছিল। প্রথমে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। এরপর স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে নজরকাড়া পারফরম্যান্স লাল হলুদের। কিন্তু নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে জামশেদপুর এফসির কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে মশাল বাহিনী। ২-১ ব্যবধানে হেরে যায় ইস্টবেঙ্গল। চতুর্থ ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। হাজার চেষ্টা করেও ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের চিন্তার কারণ সাউল ক্রেসপোর চোট। তবে এখন প্রায় সম্পূর্ণ ফিট তিনি। আগামী ১৪ মার্চ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামছে অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। সেই ম্যাচে দেখা যেতে পারে সাউল ক্রেসপোকে। তিনি মাঠে নামলে অনেকটাই সুবিধা পাবে মশাল বাহিনী। বলাই বাহুল্য, ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। সাউল ক্রেসপো না থাকায় আক্রমণ গড়ার পথ কঠিন হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলের। শেষ দুই ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে মশাল বাহিনীকে। ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছে অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। মাঝমাঠের খেলায় বিশেষ জোর দিতে দেখা গিয়েছে লাল হলুদের কোচকে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকেই জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া অস্কার ব্রুজোর দল। তাই এদিনের অনুশীলনে পাসিং ফুটবলের পাশাপাশি ফিজিক্যাল ফুটবলেও জোর দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পর দলকে পজেশন ডিল এবং এ টিম ও বি টিম সুইচ ড্রিল করানো হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা অনুশীলন করেন সাউল, মিগুয়েল, রশিদরা। এখন সময়ের অপেক্ষা কেরালার বিরুদ্ধে ম্যাচে কি করে ইস্টবেঙ্গল।

ইরান যুদ্ধের আঁচ এবার আইপিএলে!

বিদেশি ক্রিকেটাররা ঠিকসময়ে ভারতে পৌঁছতে পারবেন তো?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ মার্চঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। এখন আইপিএল শুরুর অপেক্ষা। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচে প্রশ্নের মুখে ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট উৎসব। ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে দুবাই ও দোহার আকাশপথ বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বিপর্যস্ত। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার দলগুলির যাতায়াত ইতিমধ্যে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলের বিদেশি খেলোয়াড়রা সময়মতো নিজেদের শিবিরে যোগ দিতে পারবেন কিনা-সেই প্রশ্ন ঘনিয়ে তুলেছে দুশ্চিন্তা! বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় এখনও ঘরে ফিরতে পারেননি। দুবাই ও দোহার বিমানবন্দরে ব্যাপক বিধিনিষেধের কারণে ফ্লাইট পাওয়া যাচ্ছে না। যেগুলো আছে, ভাড়া আকাশছোঁয়া। পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের এক কর্তা সরাসরি বললেন, ‘‘ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের রওনা হতে ব্যাপক দেরি হয়েছে। তাঁদের সময়মতো ভারতে ফিরিয়ে আনা কঠিন কাজ হবে। তার উপর যুদ্ধের কারণে বিমানভাড়া অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছে!’’ আইপিএল শুরুর আগেই তাই সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ। এসবের মধ্যে গতরাতে

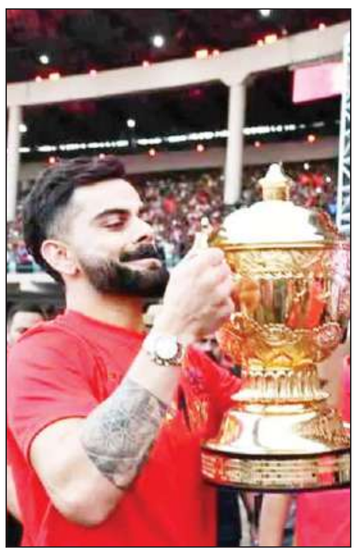

বিসিসিআই আইপিএলের প্রথম ২০টি ম্যাচের সূচি ঘোষণা করেছে। তামিলনাড়ু, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে পূর্ণাঙ্গ নির্ঘণ্ট প্রকাশ পাবে। তবে ভোটযুদ্ধ কম, তার চাইতে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতই বোর্ড কর্তাদের অনেক বেশি করে ভাবাচ্ছে বলে পিটিআই সূত্রে খবর। সংকট শুধু ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ নেই। যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় দেশজুড়ে প্রচুর হোটেল ঘোরতর সমস্যায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার ‘এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট’ জারি করেছে রান্নার গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে। আইপিএলের দলগুলির জন্য হোটেল ব্যবস্থাপনার এই বিপত্তি বাড়তি মাথাব্যথা। সব দলই যে উদ্বিগ্ন, তা নয়। যেমন, চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন পিটিআইকে জানিয়েছেন, তিনি আশাবাদী, ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন ও দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস-দুজনেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলে যোগ দেবেন। ‘‘আমরা তাঁদের তরফ থেকে কোনও দেরির আশঙ্কা করছি না!’’ স্পষ্ট মন্তব্য বিশ্বনাথনের। তবে বাকিদের জন্য পরিস্থিতি এতটা স্বস্তিদায়ক নয়। আইপিএলের মঞ্চে বিদেশি তারকাদের উপস্থিতি যে টুর্নামেন্টের অন্যতম আকর্ষণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুদ্ধ থামলে আকাশপথ খুলবে-এই প্রতীক্ষাতেই দিন গুনছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি।

লেভারকুজেনের মাঠে কোনোমতে হার এড়াল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লেভারকুজেন সিটি, ১২ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে বুধবার খুব কষ্টে ১-১ গোলে ড্র করেছে আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের মাঠে হোবার্ত আনড্রিসের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, কাই হাভার্টজের পেনাল্টি গোলে সমতায় মাঠ ছাড়ে সফরকারীরা। ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলে আধিপত্য করলেও, আক্রমণে তেমন কিছু করতে পারছিল না আর্সেনাল। প্রথম ২০ মিনিটে একটি শটও তারা লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। ম্যাচের সেরা সুযোগটি অবশ্য আর্সেনাল পায় এর মাঝেই। ১৯তম মিনিটে ভাগ্য সহায় হলে গোল পেতে পারতো তারা কিন্তু গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট ক্রসবার কাঁপায়। প্রথমার্ধের লড়াই তেমন রোমাঞ্চ ছড়ায়নি। গোলের জন্য

লেভারকুজেন তুলনামূলক বেশি শট নিলেও, তারাও প্রতিপক্ষকে খুব একটা ভাবাতে পারেনি। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরুর প্রথম মিনিটেই প্রিমিয়ার লিগে টেবিলের শীর্ষে থাকা দলকে স্তব্ধ করে দেয় লেভারকুজেন। সতীর্থের কর্নারে বল দূরের পোস্টে ফাঁকায় পেয়ে হেডে জালে পাঠান জার্মান ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আনড্রিস। একমাত্র দল হিসেবে এবার প্রাথমিক পর্বে আট ম্যাচের সবগুলো জয়ী আর্সেনালের নবম ম্যাচে এসে প্রথমে পিছিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা হলো। ওই আট ম্যাচের পাঁচটিই তারা জিতেছিল জাল অক্ষত রেখে। গোল হজম করে যেন আরও খেই হারিয়ে ফেলে আর্সেনাল। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারছিল না তারা। তবে নির্ধারিত সময়ের মিনিট খানেক বাকি থাকতে জার্মান ফুটবলার হাভার্টজের সফল স্পট কিকে পরাজয় এড়ায় আর্সেনাল। ডি-বক্সে ননি মাদুয়েকে ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টিটি পায় তারা। কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে খেলবে আর্সেনাল, আগামী মঙ্গলবার।

৭ গোলের লড়াইয়ে চেলসিকে হারিয়ে এগিয়ে রইল পিএসজি

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১২ মার্চঃ প্যারিসে বুধবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ৫-২ গোলে জিতেছে লুইস এনরিকের দল। ব্রাডলি বারকোলা আয়োজকদের এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা ফেরান মালো গুস্তো। উসমান দেম্বেলের গোলে আবার পিছিয়ে পড়ার পর, সমতা টানেন এন্সো ফার্নান্দেজ। ভিতিনিয়ার গোলে পিএসজি তৃতীয়বার এগিয়ে যাওয়ার পর, জোড়া গোল করেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরু থেকে জমে ওঠে লড়াই। দশম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। ডান দিক থেকে ক্রস দেন দেম্বেলে, বক্সে জোয়াও নেভেসের হেড পাসে বাঁ পায়ের শটে ঠিকানা খুঁজে নেন বারকোলা। পাঁচ মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত, কিন্তু দেম্বেলের জোরাল শট গোলরক্ষক ফিলিপ ইয়োর্গেনসেনের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। পরের কয়েক মিনিটে পিএসজির আরও কয়েকটি প্রচেষ্টা ঠেকান তিনি। ২৮তম মিনিটে সমতা ফেরান গুস্তো। এন্সো ফার্নান্দেজের পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে জোরাল নিচু শট নেন তিনি, বল গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়। ৩৯তম মিনিটে কোল পামারের শট ঠেকান মাতভেই সাফোনোভ এবং সেখান থেকেই আক্রমণে উঠে আবার এগিয়ে যায় পিএসজি। নিজেদের অর্ধ থেকে দিজিরে দুয়ের পাস ধরে এগিয়ে যান দেম্বেলে। বক্সে ঢুকে চেলসি ডিফেন্ডার ওয়েসলি ফোফানাকে কাটিয়ে নিচু শটে দূরের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ব্যালন ডি’অর জয়ী। সেই স্বস্তি বিরতি থেকে ফিরে বেশিক্ষণ থাকেনি আয়োজকদের। ৫৭তম মিনিটে স্কোরলাইন ২-২ করেন ফার্নান্দেজ। বাঁ দিক দিয়ে দারুণভাবে বক্সে ঢুকে পাস দেন পেদ্রো নেতো, আর অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করেন অরক্ষিত

আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। ৭৪তম মিনিটে ইয়োর্গেনসেনের হাস্যকর ভুলে ম্যাচে তৃতীয়বার এগিয়ে যায় পিএসজি। সতীর্থের ব্যাক-পাস পেয়ে আরেক সতীর্থের উদ্দেশ্যে দেওয়ার চেষ্টা করেন চেলসি গোলরক্ষক, তার একটু সামনেই থাকা বারকোলা পা বাড়িয়ে আটকে দেন বল, কাভারাস্খেলিয়ার পা ঘুরে বল পেয়ে লব শটে গোলরক্ষকের মাথায় ওপর দিয়ে জালে পাঠান ভিতিনিয়া। আবার পিছিয়ে পড়লেও, ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ভালোভাবেই লড়াইয়ে ছিল চেলসি। তবে ৮৬তম মিনিটে দারুণ এক গোলে সফরকারীদের ম্যাচ থেকে একরকম ছিটকে দেন কাভারাস্খেলিয়া। উইলিয়াম পাচোর পাস ধরে বক্সের বাইরে জায়গা বানিয়ে ডান পায়ের বুলেট গতির শটে জালে পাঠান জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড। দুয়ের বদলি নামা কাভারাস্খেলিয়া যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে চেলসির কফিনে পঞ্চম পেরেক ঠুকে দেন। আশরাফ হাকিমির পাস পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে নিচু শট নেন অরক্ষিত এই খেলোয়াড়। বল গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়। আগামী মঙ্গলবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে হবে ফিরতি লেগ। ঘরের মাঠে খেলা হলেও, তিন গোলের ব্যবধান ঘোচানো ভীষণ কঠিন হবে চেলসির জন্য। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চমক বোদা গ্লিম্ট নকআউটে এসেও অব্যাহত রেখেছে তাদের স্বপ্নযাত্রা। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ঘরের মাঠে স্পোর্টিং সিপিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নরওয়ের ক্লাবটি। আসরে টানা পঞ্চম জয় পেল তারা। ম্যানচেস্টার সিটি ও আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারানোর পর প্লে-অফে ইন্টার মিলানকে দুই লেগেই হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠে আসে অখ্যাত ক্লাবটি।

ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে না ইরান, শোরগোল ফুটবল মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন

হাতে মাত্র তিনটে মাস। তারপরেই শুরু হতে চলেছে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ। গতবার কাতারের পর এবার আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডার বুকে বসতে চলেছে এই বিশ্ব ফুটবলের আসর। যার অপেক্ষায় দিন গুনতে শুরু করেছে ফুটবলপ্রেমীরা। তবে এবার আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রভাব এসে পড়ল বিশ্বকাপে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক মাস ধরেই আমেরিকা ও ইজরাইলের যুদ্ধ নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব। এসবের মাঝেই এবার ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহারের পথে হাঁটল ইরান। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। বলাবাহুল্য, এবারের এই আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ ‘জি’তে স্থান পেয়েছিল ইরান। যেখানে তাঁদের সঙ্গে ছিল ইজিপ্ট, বেলজিমায় এবং নিউজিল্যান্ড। এমনকি গ্রুপ পর্বের অধিকাংশ ম্যাচ তাঁদের খেলতে হত আমেরিকায়। তবে সেক্ষেত্রে যে তাঁদের খুব একটা সমস্যা হবে না সেই আশ্বাস আগেই দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি এমন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্প্রীতির বার্তা ও শোনা গিয়েছিল ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর তরফে। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। নিজেদের সিদ্ধান্তে এবার অনড় থাকল ইরান। গত বুধবার নিজেদের একটি গনমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সেই দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি জানান, ‘‘বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।’’ আরও বলেন, ‘‘ইরানের বিরুদ্ধে যে আচরণ করা হয়েছে, সেইসাথে যেভাবে আমাদের দেশের বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এবার এই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব।’’ যা রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেয় সর্বত্র। তাহলে কি এবার ইরানের পরিবর্তে অন্য কোনও ফুটবল দলকে দেখা যেতে চলেছে এই বিশ্বকাপে? সেই বিষয়টি যদিও এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এমন সিদ্ধান্ত দেখা দিলে খুব একটা অবাক হবে না ফুটবল অনুরাগীরা।

অসাধারণ ভালভার্দের হ্যাটট্রিকে ম্যান সিটিকে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ

গোলরক্ষকের লম্বা পাস ধরে অসাধারণ নৈপুণ্যে গোলরক্ষকসহ দুজনকে কাটিয়ে গোল, নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল এবং চোখের পলকে ছুটে গিয়ে দারুণ ভঙ্গিমায় গোল- এভাবেই ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক উদযাপন করলেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। অধিনায়কের নৈপুণ্যে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার পথে এগিয়ে রইল রিয়াল মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১২ মার্চঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। ব্যবধান আরেকটু বড় হতে পারতো, কিন্তু পেনাল্টি পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি ভিনিসিউস জুনিয়র। পুরো ম্যাচে ৪০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য রিয়াল ১২টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। বিপরীতে সিটির আট শটের চারটি ছিল লক্ষ্যে। সিটি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মার ভুল এবং অধিনায়ক ভালভের্দের দারুণ নৈপুণ্যে ২০তম মিনিটে এগিয়ে যায় আলভারো আরবেলোয়ার দল। থিবো কোর্তোয়া লম্বা করে শট নেন প্রতিপক্ষের সীমানায়, সেখানে ছিলেন নিকো ও’রাইলি, প্রথম ছোঁয়ায় তাকে ফাঁকি দিয়ে সামনে বল বাড়ান ভালভের্দে। বিপদ বুঝে দ্রুত এগিয়ে যান দোন্নারুম্মা কিন্তু বলের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারেননি তিনি। বলে আরেক ছোঁয়ায় তাকেও পরাস্ত করে, দূরুহ কোণ থেকে নিখুঁত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন উরুগুয়ের মিডফিল্ডার। সাত মিনিট পর আরেকটি দারুণ গোল করেন ভালভের্দে। এবার ভিনিসিউসের বাড়ানো বল প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াসের পায়ে লেগে পেয়ে যান তিনি। দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে জায়গা বানিয়ে কোনাকুনি শটে দোন্নারুম্মাকে পরাস্ত করেন এই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার। তার হ্যাটট্রিক গোলটি আরও চমৎকার। ডি-বক্সে প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্যে দারুণভাবে বল হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন ব্রাহিম দিয়াস। বলে দারুণ নিয়ন্ত্রিত ছোঁয়ায় আরেক জনের চ্যালেঞ্জ সামলে, ঠাণ্ডা মাথার ভলিতে গোলটি করেন ভালভের্দে। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা

মিলিয়ে আগের ৩৮ ম্যাচে তিনটি গোল করেন ভালভের্দে, লা লিগায় দুটি ও স্প্যানিশ সুপার কাপে একটি। এবার এক ম্যাচেই জালে বল পাঠালেন তিনবার। সিনিয়র ফুটবলে এক দশকের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে এটাই তার প্রথম হ্যাটট্রিক। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগের ৭৫টি ম্যাচে তিনটি গোল করতে পেরেছিলেন ভালভের্দে। এবার সিটির বিপক্ষে প্রথমার্ধেই তিন গোল করলেন তিনি। চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যামসহ কয়েকজনকে আগেই হারানো রিয়াল শিবিরে বিরতির সময় মেলে আরেক দুঃসংবাদ। ডিফেন্ডার ফেরলঁদ মঁদি আবার চোট পাওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধে তার জায়গায় নামেন ফ্রান গার্সিয়া। এই অর্ধের খেলা শুরু হতেই আবার আক্রমণ শাণায় রিয়াল। ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে জোরাল শট নেন দিয়াস, ঝাঁপিয়ে সেটা আটকে দেন দোন্নারুম্মা। ৫৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি ভিনিসিউস। গতিময় প্রতি-আক্রমণে তিনি ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে গোলরক্ষককেও কাটানোর চেষ্টা করেন, তাকে আটকাতে না পেরে ফাউল করে বসেন দোন্নারুম্মা। বাজে পেনাল্টির বাঁশি কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের দুর্বল স্পট কিক রুখে দেন ইতালিয়ান গোলরক্ষক। বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও, টানা আক্রমণে চাপ ধরে রাখে রিয়াল। সুযোগও আসতে থাকে যদিও চতুর্থ গোলের দেখা আর পায়নি তারা। ৬৭তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে দারুণ একটি সুযোগ পায় সিটি বল যাচ্ছিল গোলমুখে ফাঁকায় আর্লিং হলান্ডের কাছে, মাঝে দুর্দান্তভাবে স্লাইড করে দলকে বাঁচান আন্টোনিও রুডিগার। ম্যাচের শুরু থেকেই রিয়ালের রক্ষণ ছিল জমাট, আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু মুহূর্তের ভুলে গোল খেতে বসেছিল তারা। প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে শুরুর একাদশে সুযোগ পাওয়া ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার থিয়োগো পিনার ডি-বক্সে বল ক্লিয়ার করতে দেরি করেন, পাশেই থাকা নিকো ও’রাইলি সুযোগ পেয়েই শট নেন, ক্ষিপ্রতায় পা দিয়ে রুখে দেন কোর্তোয়া। কিছুটা সময় সিটির মধ্যে মরিয়া ভাব দেখা যায়। যদিও কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি তারা। নিজের ছায়া হয়ে থাকা হলান্ডকে তুলে ওমার মার্মুশকে নামান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনিও পারেননি তেমন কিছু করে দেখাতে। ভিনিসিউসের পেনাল্টি আটকে দোন্নারুম্মা দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ এনে দিলেও, হলান্ড-সিলভারা পারলেন না কাজে লাগাতে। তবে, লড়াইটা দুই লেগের হওয়ায় তাদের সম্ভাবনা এখনও আছে যথেষ্টই। ফিরতি লেগ তো হবে তাদের মাঠেই, আগামী মঙ্গলবার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com